[২০১৯] ২এস.সি.আর.৬৬৪

আসগার এবং অন্যান্যরা

বনাম

মোহন বর্মা এবং অন্যান্যরা.

(২০১৯ সালের দেওয়ানি আপিল নং ১৫০০)

ফেব্রুয়ারী ০৫,২০১৯

[ডঃ. ধনঞ্জয় ওয়াই চন্দ্রচূড় এবং হেমন্ত গুপ্তা, বিচারপতিদ্বয়]

দেওয়ানি কার্যবিধি , ১৯০৮-ধারা ১১-এর ব্যাখ্যা IV এবং আদেশ .XXI এর বিধি ৯৭ থেকে ১০১ - গঠনমূলক বিচার বিভাগ - উত্তরদাতারা তফসিল 'খ' সম্পত্তির দখল হস্তান্তরের জন্য মৃত্যুদণ্ডের আবেদন দাখিল করেছেন - জেলা আদালত কর্তৃক অনুমোদিত আবেদন - তবে, হাইকোর্ট আপিলকারীদের দাবি খারিজ করে দিয়েছে - এসএলপি ও খারিজ করা হয়েছিল – মামলাকারীরা নতুন করে মামলা শুরু করে এবং অন্যান্য বিষয়ের সাথে সাথে, সম্পত্তির দখল হস্তান্তরের আদেশ দেওয়ার আগে সম্পত্তির উন্নতির মূল্য তাদের প্রদানের নির্দেশ চেয়েছিল - জেলা আদালত কর্তৃক আবেদন খারিজ - রিট আবেদন - হাইকোর্ট রায় দিয়েছে যে আপিলকারীদের দ্বারা উত্থাপিত দাবিগুলি গঠনমূলক বিচারিক নীতি দ্বারা নিষিদ্ধ ছিল - আপিলকারী যুক্তি দিয়েছিলেন যে জেলা আদালত বা হাইকোর্ট কেউই ১৯৫৮ সালের আইনের ধারা ৪(১) অনুসারে আপিলকারীদের দ্বারা দাখিল করা দাবির যোগ্যতা সম্পর্কে অনুসন্ধান করেনি - সিদ্ধান্ত: বর্তমান মামলায়, আপিলকারীরা ডিক্রির সাথে অপরিচিত ছিলেন - তাদের মৃত্যুদণ্ডের আবেদনের সময় সেই দাবির বিচার করতে হয়েছিল, যা আদেশ XXI, বিধি. 97 এর বিধান অনুসারে প্রযোজ্য ছিল- সেই পর্যায়ে দাবিটি দৃঢ়ভাবে উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হওয়ার পর, ব্যাখ্যা IV থেকে ধারা.১১ পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত ধারণামূলক কল্পকাহিনী স্পষ্টভাবে আকৃষ্ট হয়েছে - আপিলকারীদের পূর্ববর্তী কার্যধারায় যে বিষয়টি উত্থাপন করা উচিত ছিল এবং করা উচিত ছিল, তা সরাসরি এবং মূলত ইস্যুযুক্ত বলে গণ্য করা হবে - হাইকোর্ট এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পক্ষে যুক্তিসঙ্গত ছিল যে আপিলকারীদের দাবি উত্থাপনে ব্যর্থতার ফলে ১৯৫৮ সালের আইনের ধারা ৪ এবং ৫ এর বিধান এবং দেওয়ানি কার্যবিধির ধারা ৯৭ থেকে ১০১ এর ধারা XXI এর বিধান উভয়ই বিবেচনা করে গঠনমূলক রেজ জুডিকাটার নীতি প্রয়োগ করা হবে - কেরালা ভাড়াটেদের জন্য ক্ষতিপূরণ উন্নয়ন আইন, ১৯৫৮ - ধারা ৪ এবং ৫।

আপিলকারীরা নিষ্পত্তির কার্যধারায় একটি ঘোষণার জন্য আবেদন করেছিলেন যে তারা ইজারা গ্রহীতা হিসাবে সম্পত্তির দখলের অধিকারী। জেলা আদালত আবেদনটি মঞ্জুর করে। ক্ষুব্ধ হয়ে, উত্তরদাতারা হাইকোর্টে চলে যান। হাইকোর্ট আপিলটি মঞ্জুর করে এবং আপিলকারীদের দায়ের করা দাবিগুলি খারিজ করে দেয়। এসএলপিও খারিজ হয়ে যায়। এরপরে, আপিলকারী নতুন কার্যধারা চালু করে এবং দখল সরবরাহের আদেশ দেওয়ার আগে সম্পত্তির উন্নতির মূল্য তাদের প্রদানের জন্য নির্দেশ চেয়েছিলেন। উক্ত আবেদনটি জেলা আদালত খারিজ করে দেয়। হাইকোর্ট বলেছিল যে আপিলকারীদের দ্বারা উত্থাপিত দাবিগুলি বিচার বিভাগীয় নীতির দ্বারা নিষিদ্ধ ছিল। অতএব, বিশেষ ওণূমোটীড় আবেদন।

আপিল খারিজ করে, আদালত

স্থির করা হয়েছেঃ ১. নিষ্পত্তি হওয়া অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে যে আপিলকারীরা ডিক্রিটির অপরিচিত হলেও, ডিক্রি থেকে স্বাধীনভাবে সম্পত্তির দখলে থাকার জন্য তাদের দাবি পাওয়ার অধিকারী ছিলেন, মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার প্রক্রিয়া চলাকালীন রায় দেওয়া হয়েছিল। আপিলকারীরা প্রকৃতপক্ষে এই ধরনের একটি গঠন করেছিলেন যা ইজারা গ্রহীতার চরিত্রে তাদের অধিকারের একটি ঘোষণা চেয়েছিলেন। আদেশ XXI বিধি ৯৭-এর অধীনে তাদের বিতাড়নের আগেই একটি স্বাধীন দাবি স্থাপন করার অধিকার ছিল। আদেশ XXI বিধি ১০১-এর অধীনে, সমস্ত প্রশ্নের বিচার আবেদনটি নিয়ে আদালত দ্বারা করা হবে, আলাদা মামলা দ্বারা নয়। বিধি ১০১-এ উল্লিখিত প্রশ্নগুলির নির্ধারণের পরে, আদেশ ২১-এর বিধি ৯৮ আদালতকে প্রয়োজনীয় আদেশ জারি করার ক্ষমতা দেয়। রায়দানের পরিণতি হল বিধি ১০৩-এর অধীনে একটি ডিক্রি।

২. আবেদনকারীরা এখন কেরালা কম্পেনসেশন ফর টেন্যান্টস ইমপ্রুভমেন্ট অ্যাক্ট, ১৯৫৮-এর ধারা ৪ (১)-এর অধীনে ক্ষতিপূরণের জন্য যে দাবি করতে চেয়েছেন তা অন্তর্নিহিতভাবে সেই দাবির সাথে সম্পর্কিত যা তারা আগের দফার কার্যধারায় দখলে থাকার জন্য দাবি করেছিল। প্রকৃতপক্ষে, আবেদনকারীরা এই ভিত্তিতে ডিক্রি কার্যকর করার বিরোধিতা করতে চায় যে বিচারের পরে ক্ষতিপূরণের জন্য তাদের দাবি নির্ধারণ না হওয়া পর্যন্ত তারা দখলে থাকার অধিকারী। এই ধরনের দাবি দেওয়ানী কার্যবিধির ধারা ১১-এর চতুর্থ ব্যাখ্যার আওতায় পড়ে। এই ধরনের দাবি অবশ্যই আগের দফার কার্যধারায় করা যেত।

উপরন্তু, দাবিটি পূর্ববর্তী দফা কার্যধারায় করা উচিত ছিল। আদেশ একাদশ বিধি ৯৭ থেকে ১০৩-এর বিধানগুলি একটি সম্পূর্ণ কোড গঠন করে এবং একটি মামলার পক্ষ এবং একটি ডিক্রি সম্পর্কে অপরিচিত উভয়কেই সাক প্রতিকার প্রদান করে. অধিকার, শিরোনাম এবং সুদ সম্পর্কিত প্রশ্ন যা আপিলকারীরা দাবি করেছিলেন যে পূর্ববর্তী মৃত্যুদণ্ডের আবেদনে অনুরোধ করা হয়েছিল এবং তাতে রায় দেওয়া হয়েছিল। অন্য কোনও দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা কেবল বহু কার্যধারার দিকে পরিচালিত করবে এবং ডিক্রি ধারকের দ্বারা প্রাপ্ত ডিক্রিটির ফলকে অন্তর্বর্তীভাবে বিলম্বিত করবে।

৩. এই দৃষ্টিভঙ্গি ১৯৫৮ সালের আইনের ত্রুটিগুলি দ্বারা সমর্থিত XXI আদেশের ৯৭ থেকে ১০৩ নং বিধিতে ধারাবাহিকভাবে প্রত্যাহারের ধারা অনুসরণ করে গৃহীত হয়। ধারা ৪ (১) এর অধীনে একটি দাবি আদালতকে সম্বোধন করতে হবে যা উচ্ছেদের জন্য একটি ডিক্রি পাস করে। বর্তমান ক্ষেত্রে, আপিলকারীরা ডিক্রিটির অপরিচিত। তাদের মৃত্যুদন্ড কার্যকর করার আবেদনের সময় সেই দাবিটি বিচার করতে হবে যা আদেশ XXI বিধি ৯৭-এর বিধানগুলির সাথে উল্লেখযোগ্য ছিল। সেই পর্যায়ে দাবিটি দাবি করতে ব্যর্থ হওয়ার পরে, ধারা ১১-এর ব্যাখ্যা ৪-এ অন্তর্ভুক্ত অনুমান কল্পকাহিনী স্পষ্টভাবে আকৃষ্ট হয়। একটি বিষয় যা আপিলকারীরা পূর্ববর্তী দফা কার্যধারায় দাবি করতে পারে এবং করা উচিত ছিল তা সরাসরি এবং যথেষ্ট পরিমাণে ইস্যু বলে মনে করা হয়। উচ্চ আদালত, বিষয়টির এই দৃষ্টিতে, এই উপসংহারে আসার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে ন্যায়সঙ্গত ছিল যে আবেদনকারীদের দাবি উত্থাপন করতে ব্যর্থতার ফলে ১৯৫৮ সালের আইনের ৪ ও ৫ ধারার বিধান এবং দেওয়ানী কার্যবিধি-র আদেশ XXI বিধির ৯৭ থেকে ১০১-এর বিধান উভয়কেই বিবেচনা করে গঠনমূলক বিচারব্যবস্থার নীতি প্রয়োগ করা হবে।

ডাইরেক্ট রিক্রুট ক্লাস ॥ ইঞ্জিনিয়ারিং. অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য (১৯৯০) ২ এস. সি. সি ৭১৫: [১৯৯০] ২ এস. সি. আর ৯০০ -অনুসরণ করা হয়েছে।

ব্রহ্মদেও চৌধুরী বনাম ঋষিকেশ প্রসাদ জয়সওয়াল ১৯৯৭) ৩ এস. সি. সি ৬৯৪: [১৯৯৭] ১ এস. সি. আর ৪৬৩-এর উপর নির্ভরশীল। শাম্মা ভট্ট বনাম টি. রামকৃষ্ণ ভট্ট (১৯৮৭) ২ এসসিসি ৪১৬; কামেশ্বর পারশাদ বনাম রাজকুমারী রুট্টুন কোয়ের

(১৮৯২) এস সি সি অনলাইন পিসি ১৬; ইউ.পি.ভি. রাজ্য নবাব হোসেন (১৯৭৭) ২ এসসিসি ৮০৬ : [১৯৭৭] ৩ এসসিআর ৪২৮; ফরোয়ার্ড কনস্ট্রাকশন কোং. বনাম। প্রভাত মণ্ডল (নিবন্ধিত), আন্ধেরি (১৯৮৬) ১ এসসিসি ১০০: [১৯৮৫] ৩ সাপ্লাই। এসসিআর ৭৬৬; শ্রীনাথ ভি. রাজেশ (১৯৯৮) ৪ এসসিসি ৫৪৩ : [১৯৯৮] ২ এসসিআর ৭০৯; হর বিলাস বনাম। মহেন্দ্র নাথ (২০১১) ১৫ এস সি সি ৩৭৭ – উল্লেখ করা হয়েছে।

দিল্লি ক্লথ এবং জেনারেল মিলস কোং লিমিটেড বনাম দিল্লি পৌর কর্পোরেশন আইএলআর (১৯৭৫) ॥ দিল্লি ১৭৪; নুসেরওয়ানজি ই পুনেগার বনাম শ্রীমতী শিরিনবাই এফ বেসানিয়া এআইআর ১৯৮৪ বোম ৩৫৭ - উল্লেখ করা হয়েছে।

হেন্ডারসন বনাম হেন্ডারসন ৬৭ ইআর ৩১৩; গ্রিনহাল্‌ঘ বনাম ম্যালার্ড (১৯৪৭) ২ অল ইআর ২৫৫; জনসন বনাম গোর উড অ্যান্ড কোং (একটি ফার্ম) [২০০১] ২ ডব্লিউএলআর ৭২ – উল্লেখ করা হয়েছে।

মামলা প্রসঙ্গঃ

১৯৮৭) ২ এস. সি. সি. ৪১৬	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২৭
[১৯৭৭] ৩ এস. সি. সি. আর. ৪২৮	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৩৩
[১৯৯০] ২ এস. সি. আর. ৯০০	অনুসরণ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৩৩
[১৯৮৫] ৩ সম্পূরক। এস. সি. আর. ৭৬৬	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৩৩
[১৯৯৭] ১ এস. সি. আর. ৪৬৩	উপর নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ৩৫
১৯৯৮] ২ এস. সি. আর. ৭০৯	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৩৬
(২০১১) ১৫ এস. সি. সি. ৩৭৭	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৩৭

দেওয়ানি আপিল এখতিয়ারঃ দেওয়ানি আপিল নং ২০১৯ সালের ১৫০০ ।

২০১৫ সালের ও.পি. (সি) নং ২১২৫-এ কেরালার এর্নাকুলাম হাইকোর্টের ১১.১২.২০১৫ তারিখের রায় এবং আদেশ থেকে উদ্‌ভূত।

ভি. গিরি, প্রবীণ আইনজীবী., এম. গিরিশ কুমার, অমিত কৃষ্ণান, স্বেধা শঙ্কর, অঙ্‌কুর এস. কুলকার্নি, আইনজীবী. আবেদনকারীর জন্য।

গৌরব ব্যানার্জি, প্রবীণ আইনজীবী, সি. কে. শশী, শ্রীমতী নয়নতারা রায়, আবদুল্লাহ নসিহ, শ্রীমতী রাকা চ্যাটার্জি, শুভ্রো পি মুখার্জি, সাহিল টাগোত্রা, আইনজীবী. উত্তরদাতাদের জন্য ,

আদালতের রায়টি প্রদান করেছিলেন

ডঃ ধনঞ্জয় ওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি

১. অনুমতি মঞ্জুর,

২. এই আপিলটি ১১ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখের কেরালা হাইকোর্টের একটি রায় থেকে উদ্ভূত হয়েছে। সংবিধানের ২২৭ অনুচ্ছেদের অধীনে আপিলকারীদের দ্বারা দায়ের করা একটি আবেদন খারিজ করে দিয়ে, হাইকোর্ট বলেছিল যে কেরালা ভাড়াটেদের উন্নতির জন্য ক্ষতিপূরণ আইন ১৯৫৮[১]-এর অধীনে বিতর্কিত জমিতে তাদের দ্বারা কথিত উন্নতির মূল্যের জন্য কার্যকর আদালতে আপিলকারীদের দ্বারা করা দাবি গঠনমূলক বিচারের নীতি দ্বারা নিষিদ্ধ ছিল। হাইকোর্ট কার্যকর আদালতের এই সিদ্ধান্তকে বহাল রেখেছিল যে আপিলকারীরা সম্পত্তি হস্তান্তর আইন ১৮৮২[২]-এর ধারা ৫১-এর অধীনে ক্ষতিপূরণ দাবি করার অধিকারী নয়।

৩. এই বিরোধের সূত্রপাত ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। ৯১৪ একর এলাকা জুড়ে বিস্তৃত সম্পত্তি মূলত কোল্লেঙ্গোডের ভেঙ্গুনাড়ু কোভিলাকামের অন্তর্গত ছিল। প্রকৃতিতে এর মধ্যে কফি, এলাচ, কমলা এবং গোলমরিচের বাগান ছিল। ১৮৯৭ সালের ২৫শে নভেম্বর, ৯০৯ একর জমি উইলিয়াম এস্প্যান্টস ওয়াটস এসকোয়ারকে ৭৫ বছরের জন্য ইজারা দেওয়া হয়। পরবর্তী স্থানান্তরের মাধ্যমে, লিজহোল্ডের অধিকার অ্যাংলো আমেরিকান ডাইরেক্ট টি ট্রেডিং কর্পোরেশন লিমিটেডকে ("অ্যাংলো আমেরিকান কর্পোরেশন") হস্তান্তর করা হয়। ১৯৩১ সালের ১৭ই অক্টোবর, বাংলো সাইট হিসাবে বর্ণিত ৫ একর এলাকা ৪৩ বছরের জন্য অ্যাংলো আমেরিকান কর্পোরেশনের পক্ষে ইজারা দেওয়া হয়েছিল। ১৯৪৫ সালে, অ্যাংলো আমেরিকান কর্পোরেশন সম্পত্তির উপর তার অধিকার আমালগ্যামেটেড কফি এস্টেট লিমিটেডকে অর্পণ করে।

৪. সম্পত্তির কিছু অংশের বিষয়ে পালাক্কাড়ের জেলা বিচারকের সামনে উত্তরদাতাদের দ্বারা 'বিভাজনের' মামলা[৩] দায়ের করা হয়েছিল। আবেদনকারী এবং তাদের পূর্বসূরীরা স্বার্থে পক্ষপাতী ছিলেন না। ১৯৬৫ সালের ৩০শে নভেম্বর পালাক্কাড়ের জেলা বিচারক দ্বারা বিভাজনের জন্য একটি প্রাথমিক ডিক্রি পাস করা হয়েছিল।

৫. ১৯৬৯ সালের ৭ই আগস্ট 'আমালগ্যামেটেড কফি এস্টেট লিমিটেড' ম্যাথিউ টি মারাট্টুকুলামকে ৪১০ একর জমি, শ্রীমতী আন্নাকুট্টি ম্যাথিউকে ৩২৯ একর জমি এবং ফিলোমিনা থমাসকে ১৭৫ একর জমির অধিকার দেয়।

১. ১৯৫৮ সালের আইন"

২ সম্পত্তি হস্তান্তর আইন

৩.(ওএস নং ১৯৬৪ এর ১০)

৬.১৮৯৭ সালের লিজ চুক্তির মেয়াদ ১৯৭২ সালে শেষ হয়ে যায়। ইজারা দেওয়ার মেয়াদ শেষ হওয়া সত্ত্বেও, উপরের তিনজন ব্যক্তি ১৯৭৮ সালের ২৮শে আগস্ট মেসার্স কে জে প্ল্যান্টেশনের পক্ষে সম্পত্তির বিষয়ে তাদের অধিকার অর্পণ করেন। ১৯৯০ সালের ২৩শে জুন, মেসার্স কে এম হানিফার পক্ষে কে জে প্ল্যান্টেশনের দ্বারা কার্যকর করা হয়েছে বলে অভিযোগ করা পাওয়ার অফ অ্যাটর্নির অনুসরণে কাজ করে, পরবর্তীকালে আবেদনকারী এবং মেসার্স সাউথ কোস্ট স্পাইস এক্সপোর্ট লিমিটেডের পক্ষে আটটি বিক্রয় চুক্তি কার্যকর করে। ১৯৯১ সালে, মেসার্স কে জে প্ল্যানটেশনস পালাক্কাড়ের অধস্তন বিচারপতির সামনে একটি মামলা দায়ের করে, যাতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে এম এস এম হানিফার পক্ষে সম্পাদিত পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি এবং আটটি বিক্রয় দলিল, বাতিল করার অনুরোধ করা হয়।

৭. ১৯৯৫ সালের ২৭ শে মে মাসে পালাক্কাড়ের অধস্তন বিচারক সম্পত্তিটিকে একশো সমান ভাগে ভাগ করার নির্দেশ দেন, যার মধ্যে চল্লিশটি মেসার্স কে জে প্ল্যান্টেশনের জন্য এবং ষাটটি অন্যান্য নিয়োগকারীদের জন্য বরাদ্দ করা হয়। আবেদনকারীদের জন্য একটি জমি বরাদ্দ করা হয়েছিল যার পরিমাপ ছিল ২৭৪.২০ একর।

৮. ২০০৩ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি পালাক্কাড়ের জেলা বিচারক দেশভাগের মামলায় একটি চূড়ান্ত ডিক্রি জারি করেন। উত্তরদাতারা ১৭ নভেম্বর ২০০৮ তারিখে সময়সূচী 'বি' সম্পত্তির দখল হস্তান্তরের জন্য ওএস নং ১ অব ১৯৬৪-এ নির্বাহ মামলা নং ৭ অব ২০০২ দায়ের করেন। যখন আমিন ডেলিভারি কার্যকর করতে আসেন, তখন আপিলকারী এবং অন্যান্য অনুরূপ অবস্থানে থাকা ব্যক্তিরা একটি বাধা উত্থাপন করেন।

৯. ২০০৯ সালের ৩১শে আগস্ট ২০০৮ সালের ৭ নম্বর নির্বাহ মামলাতে বেশ কয়েকটি নির্বাহী আবেদন দাখিল করা হয়েছিল। তাদের মধ্যে ছিল ২০০৯ সালের ৩৩ নম্বর (ন্যাশনাল স্পাইসেস কোম্পানি দ্বারা দায়ের করা), ২০০৯ সালের ৩৮ নম্বর (আবেদনকারীদের দ্বারা দায়ের করা) এবং ২০০৯ সালের ৪১ নম্বর (কে জে প্ল্যান্টেশনের দ্বারা দায়ের করা) দেওয়ানি কার্যবিধি ১৯০৮-এর আদেশ XXI বিধি ৯৯-এর অধীনে। তাদের আবেদনে, আবেদনকারীরা অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে একটি ঘোষণা চেয়েছিলেন যে তারা ইজারা গ্রহীতা হিসাবে সম্পত্তির দখলের অধিকারী এবং উচ্ছেদ হওয়ার জন্য দায়বদ্ধ নয়।

১০. পালাক্কাড়ের জেলা বিচারক ২০১০ সালের ৬ই জানুয়ারির একটি রায়ের মাধ্যমে ২০০৯ সালের ৩৩,৩৮ এবং ৪১ নম্বর মৃত্যুদণ্ডের আবেদন মঞ্জুর করেন। জেলা বিচারক রায় দেন যে আপিলকারীরা প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে তাদের একটি বিদ্যমান, সুদ এবং সম্পত্তির দখলে ছিল, যার ফলস্বরূপ উত্তরদাতারা দখল সরবরাহের অধিকারী ছিলেন না। জেলা আদালতের আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে, ডিক্রিধারী হিসাবে উত্তরদাতারা সম্পত্তির প্রকৃত শারীরিক দখল সরবরাহের অধিকারী ছিলেন না এবং তাদের প্রতিকার হবে আপিলকারীদের পক্ষ হিসাবে মামলা দায়ের করে।

৪ ১৯৯১ সালের ওএস নং ৫৫৩

৫ দেওয়ানি কার্যবিধি

১১.পালাক্কাড়ের জেলা বিচারপতির আদেশে ক্ষুব্ধ হয়ে, উত্তরদাতারা ২০১০ সালের নির্বাহী প্রথম আবেদন নং ১২ হিসাবে বর্ণিত একটি কার্যধারায় কেরালা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। ২০১২ সালের ২৯শে জুন তার রায়ে, হাইকোর্ট আপিলটি মঞ্জুর করে এবং উত্তরদাতাদের জমা দেওয়া বিষয়গুলি বহাল রেখে, আপিলকারীদের দায়ের করা দাবি আবেদনগুলি খারিজ করে দেয়,

১২.২০১৪ সালের ২৫শে জুলাই সংবিধানের ১৩৬ অনুচ্ছেদের অধীনে দায়ের করা একটি বিশেষ অনুমতির আবেদন এই আদালত নিম্নলিখিত শর্তে খারিজ করে দেয় '

"পক্ষগুলোর পক্ষে বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী এবং বিজ্ঞ আইনজীবীদের বক্তব্য শুনেছি। বিশেষ অনুমতির আবেদন খারিজ করা হলো।

বিশেষ অনুমতির আবেদন খারিজ হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে, আবেদনকারী - রবি ভার্মা থাম্পান এবং সারদা থাম্পাট্টি - কর্তৃক ২০১২ সালের এস.এল.পি. (সিভিল) নং ২৭২৬৮-এ বাস্তবায়নের জন্য ২০১৪ সালের ৫ নম্বর ইন্টারলোকিউটরি আবেদনে কোনও আদেশ পাস করার প্রয়োজন নেই এবং আবেদনটি এইভাবে নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

আবেদনকারীদের দ্বারা করা উন্নতির ক্ষতিপূরণের প্রশ্নে, আবেদনকারীরা আইন অনুসারে তাদের অভিযোগের প্রতিকারের জন্য উপযুক্ত প্রতিকার গ্রহণ করতে স্বাধীন।"

১৩. ২০১৪ সালের ২৪শে অক্টোবর, আপিলকারীরা ২০০৮ সালের ৭ নম্বর ইপি-তে ২০১৪ সালের ইএ নং ৪১৪ হিসাবে নতুন কার্যধারা চালু করে, দখল সরবরাহের আদেশ দেওয়ার আগে সম্পত্তির উপর উন্নতির মূল্য তাদের প্রদানের জন্য অন্যান্য দিকনির্দেশনা চেয়েছিলেন। আবেদনের বিরোধিতা করে উত্তরদাতারা যুক্তি দিয়েছিলেন যে দাবিটি দেওয়ানী কার্যবিধি-র ধারা ১১-এর ব্যাখ্যা ৪-এর অধীনে গঠনমূলক বিচারব্যবস্থার নীতি দ্বারা নিষিদ্ধ ছিল।

১৪. ২০১৫ সালের ২৬শে জুন তারিখের একটি রায় ও আদেশের মাধ্যমে, প্রথম অতিরিক্ত জেলা বিচারক আবেদনকারীদের দায়ের করা আবেদনটি এই ভিত্তিতে খারিজ করে দেন যে তারা সম্পত্তির হস্তান্তরকারী নন এবং তাই সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ৫১ ধারার অধীনে তাদের দ্বারা কথিত উন্নতির মূল্য চাওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত। এডিজে-র সামনে কার্যধারা চলাকালীন, এটি কেবল ৫১ ধারার অধীনে দাবি ছিল যা চাপানো হয়েছিল। ১৯৫৮ সালের আইনের অধীনে দাবিটি অগ্রিম করা হয়নি। এডিজে উত্তরদাতাদের জমা দেওয়া আবেদন প্রত্যাখ্যান করে যে কার্যকর করার দাবি গঠনমূলক বিচারের নীতি দ্বারা নিষিদ্ধ ছিল। তবে, যোগ্যতার ভিত্তিতে এডিজে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে দাবিটি সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ৫১ ধারার অধীনে রক্ষণযোগ্য নয়।

১৫. সংবিধানের ২২৭ অনুচ্ছেদের অধীনে একটি রিট আবেদন ছিল ৩রা সেপ্টেম্বর ২০১৫[৬] তারিখে কেরালা হাইকোর্টের সামনে প্রতিষ্ঠিত। ১১ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখের রায় ও আদেশে হাইকোর্ট রিট আবেদনটি খারিজ করে দিয়ে বলেছে যেঃ

(i) সম্পত্তির উপর কথিত উন্নতির মূল্যের জন্য আপিলকারীদের দ্বারা উত্থাপিত দাবিগুলি গঠনমূলক বিচারব্যবস্থার নীতি দ্বারা নিষিদ্ধ ছিল; এবং

(ii) আপিলকারীরা, হস্তান্তরকারী না হয়ে, কোনও ক্ষেত্রেই সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ৫১ ধারার অধীনে দাবি উত্থাপন করার অধিকারী ছিলেন না।

১৬. হাইকোর্টের রায়ের সমালোচনা করে শ্রী ভি গিরি জানতে পারেন প্রবীণ আইনজীবী অনুরোধ করেছেন যে:

(i) ১৯৫৮ সালের আইনের ৪ (১) ধারার অধীনে আপিলকারীদের দ্বারা উত্থাপিত দাবির গুণাগুণ জেলা আদালত বা হাইকোর্ট কেউই তদন্ত করেনি;

(ii) পূর্ববর্তী কার্যধারায় হাইকোর্টের একটি ডিভিশন বেঞ্চের রায় দ্বারা, এটি স্পষ্ট করা হয়েছিল যে আদালত ১৯৫৮ সালের আইনের ৪ (১) ধারার অধীনে আপিলকারীদের অধিকারের দিকে যাচ্ছে না কারণ "এটি এমন কোনও প্রশ্ন নয় যা দাবি আবেদনের আদেশ থেকে উদ্ভূত হয়।" হাইকোর্ট স্পষ্ট করে দিয়েছিল যে এটি কেবল বলেছিল যে আপিলকারীদের লিজহোল্ড অধিকারের দাবি যোগ্যতা ছাড়াই ছিল;

(iii) যখন মামলাটি এই আদালতে যায়, তখন আপিলকারীদের আইন অনুসারে তাদের দ্বারা করা উন্নতির জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদানের বিষয়ে তাদের অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য যথাযথ প্রতিকার অনুসরণ করার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল;

(iv) একবার হাইকোর্ট ১৯৫৮ সালের আইনের অধীনে ক্ষতিপূরণের দাবির তদন্ত করতে অস্বীকার করলে এবং এই আদালত বিশেষভাবে আইনের অধীনে প্রতিকারের অধিকার উন্মুক্ত রাখলে, গঠনমূলক বিচারব্যবস্থার নীতির কোনও প্রয়োগ হবে না;

(v) দেওয়ানি কার্যবিধির ধারা ১১-এর চতুর্থ ব্যাখ্যায়, "হতে পারে এবং উচিত" অভিব্যক্তিটি সংমিশ্রণমূলকভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে। অতএব, কেবলমাত্র ১৯৫৮ সালের আইনের অধীনে ক্ষতিপূরণের দাবি কার্যকরকরণ আবেদনের পূর্ববর্তী কার্যধারায় উত্থাপিত হতে পারে, যা আবেদনকারীদের নতুন আবেদন দায়ের করতে বাধা দেয় না;

৬ রিট আবেদন (গ) ২০১৫ সালের ২১২৫ নং,

(vi) 'পরীক্ষাটি হওয়া উচিত যে দাবি উত্থাপন করার অনুমতি দেওয়া প্রক্রিয়াটির অপব্যবহার হিসাবে বিবেচিত হতে পারে কিনা এবং এটি কেবল তখনই যখন দাবিটি এমন প্রকৃতির হয় যা অনুরোধ করা হতে পারে এবং পূর্ববর্তী কার্যধারায় অনুরোধ করা উচিত ছিল, যে গঠনমূলক বিচারব্যবস্থার বার আকৃষ্ট হবে;

(vii) পূর্ববর্তী কার্যধারায় শুধুমাত্র সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ৫১ ধারার অধীনে দাবি করে কাউন্সেল কর্তৃক প্রদত্ত ছাড়, ১৯৫৮ সালের আইনের ৪ ধারার অধীনে উন্নতির জন্য দাবি উত্থাপন থেকে আপিলকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ হিসাবে কাজ করবে না;

(viii) 'আপিলকারীদের দ্বারা দায়ের করা দ্বিতীয় আবেদনটি এমন প্রকৃতির ছিল যা তারা উত্থাপন করত যদি উত্তরদাতারা দেওয়ানী কার্যবিধি-র আদেশ XXI বিধি ৯৭-এর অধীনে আবেদন করত। যেহেতু উত্তরদাতারা আদেশ XI বিধি ৯৭-এর অধীনে কোনও আবেদন দায়ের করেননি, তবে আপিলকারীরা আদেশ XXI বিধি ৯৯-এর অধীনে আবেদন করেছিলেন, গঠনমূলক বিচারব্যবস্থার বারটি আকৃষ্ট হয় না; এবং

(ix) বর্তমান পর্যায়ে আপিলকারীদের দাবি ইজারা গ্রহীতার চরিত্রে নয় (যেহেতু ইজারা গ্রহীতা হিসাবে তাদের দাবি আগে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল) বরং একজন রায়-ঋণগ্রহীতা হিসাবে যিনি জমিতে তাদের দ্বারা করা উন্নতির মূল্য ১৯৫৮ সালের আইনের ৪ ধারার অধীনে প্রদান না করা পর্যন্ত দখল ধরে রাখার অধিকারী। ৪ ধারার অধীনে যে আইনী বৈশিষ্ট্য দাবি করা হয়েছে তা জমি দখলের অধিকারী ইজারা গ্রহীতা হিসাবে তাদের আগের দাবি থেকে আলাদা।

১৭. এই জমা দেওয়ার বিরোধিতা করে, জনাব গৌরব ব্যানার্জি, শিখেছেন প্রবীণ আইনজীবী দাখিল করেছেন যেঃ

(i) ২০০৯ সালের নির্বাহী মামলা নং ৩৮ মূলত আদেশ XI বিধি ৯৯-এর অধীনে নয়, বরং দেওয়ানী কার্যবিধি-র আদেশ XXI বিধি ৯৭-এর অধীনে একটি আবেদন ছিল;

(ii) আদেশ একাদশ বিধি ৯৭ এই আদালত দ্বারা বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যাতে কোনও ডিক্রি অনুসরণে উচ্ছেদ হওয়ার আগে তৃতীয় পক্ষকেও মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার আদালতে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়;

(iii) আদেশ XXI-এর নিয়ম ৯৭ থেকে ১০৩-এর বিধানগুলি একটি সম্পূর্ণ কোড গঠন করে। এগুলি দেওয়ানি আদালতের ডিক্রি দিয়ে শেষ হওয়া কোনও কার্যধারার পক্ষ এবং অপরিচিতদের জন্য একমাত্র প্রতিকার প্রদান করে;

(vi) পূর্ববর্তী কার্যধারার উপর যে রায় দেওয়া হয়েছিল তা আদেশ XX১ বিধি ১০৩-এর অধীনে একটি ডিক্রি প্রকৃতির ছিল। সমস্ত দাবি. যে আপিলকারীরা বর্তমানে অনুরোধ করতে চান তা পূর্ববর্তী কার্যধারায় উত্থাপিত হতে পারত এবং হওয়া উচিত ছিল। আপিলকারীরা, এটি করতে ব্যর্থ হওয়ায়, গঠনমূলক বিচারব্যবস্থার বারটি স্পষ্টভাবে আকৃষ্ট হয়;

(v) ১৯৫৮ সালের আইনের ৫ নং ধারার বিধানের কারণে ১৯৫৮ সালের আইনের অধীনে দাবিটি পূর্ববর্তী কার্যধারায় উত্থাপন করা উচিত ছিল। ৫ নং ধারায় বলা হয়েছে যে ডিক্রি পাস হওয়ার আগে এই জাতীয় প্রতিটি দাবি উত্থাপন করতে হবে এবং বিচার করতে হবে। অতএব দখলের অধিকারী হওয়ার প্রতিরক্ষা, যদি না উন্নতির মূল্য প্রদান করা হয়, পূর্ববর্তী কার্যধারায় উত্থাপন করা উচিত ছিল;

(vi) আদেশ XX১ বিধি ১০১-এর ভাষা হল পারমপ্টরি। হাইকোর্টের আদেশটি আদেশ XXI বিধি ১০৩-এর অধীনে একটি ডিক্রি গঠন করে;

(viii) '১৯৫৮ সালের আইনের অধীনে ক্ষতিপূরণের প্রশ্নটি আপীলকারীদের দখল ধরে রাখার দাবির সাথে অন্তর্নিহিতভাবে যুক্ত, যতক্ষণ না কথিত উন্নতির মূল্য প্রদান করা হয়। পূর্ববর্তী কার্যধারায়, দাবিটি দখল ধরে রাখার জন্য ছিল এবং তাই দাবিটি উত্থাপিত হতে পারত এবং ডিক্রি পাস হওয়ার সময় সমাধান করা উচিত ছিল; এবং এডিজে-র সামনে দ্বিতীয় আবেদনটি ছিল দেওয়ানী কার্যবিধি-র ধারা ১৫১-এর অধীনে। আবেদনকারীদের প্রতিনিধিত্বকারী আইনজীবীর দ্বারা একটি সচেতন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, যাতে কেবল সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ৫১ ধারার অধীনে দাবিটি অনুরোধ করা হয়। একবার সেই দাবি খারিজ হয়ে গেলে, ১৯৫৮ সালের আইনের অধীনে দাবিটি নতুন করে কার্যধারায় চাপ দেওয়ার জন্য আবেদনকারীদের পক্ষে উন্মুক্ত নয়। যদি বিষয়টি আগে উত্থাপিত হত, তবে উত্তরদাতারা ১৯৫৮ সালের আইনের অধীনে একটি সেট-অফের দাবি বজায় রাখার অধিকারী হতেন। একবার দখলের বিষয়টি শেষ হয়ে গেলে, ১৯৫৮ সালের আইনের অধীনে ক্ষতিপূরণের দাবির ভিত্তিতে আপিলকারীদের কাছে তাদের দখল রক্ষা করার জন্য উন্মুক্ত নয়।

১৮. প্রতিদ্বন্দ্বী জমা এখন বিবেচনার জন্য পড়ে।

১৯. এই আপিলের বিতর্ক নিয়ে আমাদের বিশ্লেষণ শুরু করতে হবে ২০১২ সালের ২৯শে জুন কেরালা হাইকোর্টের একটি ডিভিশন বেঞ্চ কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্তের একটি রেফারেন্স সহ। কেরালা উচ্চ আদালতে নির্বাহ সংক্রান্ত প্রথম আপিলটি জেলা বিচারকের রায় থেকে উদ্ভূত হয়,

যেখানে নির্বাহ কার্যবিধিতে বিচারক রায় দেন যে, আপিলকারীরা বিদ্যমান স্বার্থ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছেন, যা তাদের সম্পত্তির দখলে থাকার অধিকার প্রদান করে। 'আপিলকারীরা ১৯৭২ সালে ইজারা-এর মূল দলিলের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে একটি উদ্দেশ্যমূলক দায়িত্বের অধীনে দাবি করেছিলেন। বিচারপতি কে এম জোসেফ (তখন বিজ্ঞ বিচারক হিসাবে) ডিভিশন বেঞ্চের পক্ষে বক্তব্য রেখেছিলেন যে, "ভুক্তভোগী" একজন ভাড়াটিয়া কেবল বেআইনী শাস্তির বিরুদ্ধে সুরক্ষার অধিকারী। নিয়োগকারী হিসাবে, ভুক্তভোগী ভাড়াটিয়ারা কোনও সম্পত্তি বা সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন না এবং দখলে থাকার অধিকার বরাদ্দ করা যেত না। ফলস্বরূপ, হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ বলেছিলঃ

"৫৬. স্থানান্তরগুলি প্রতারণামূলক বলে আমাদের মামলাটি বিবেচনা করার দরকার নেই, আমরা এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করি যে এমন কোনও সম্পত্তি বা সম্পত্তি ছিল না যা এক্সটেনশান অ্যাজি বা পরবর্তী নিয়োগকারীদের দ্বারা উক্ত ভিত্তিতে হস্তান্তর করা যেতে পারে। দখল নিজেই কোনও আইনি অধিকারের সাথে সঙ্গতিহীন হাত পরিবর্তন হিসাবে বিবেচিত হতে পারে।

'' তার আলোচনা শেষ করে, হাইকোর্ট পর্যবেক্ষণ করেছে যেঃ

"৫৯. উপরোক্ত আলোচনার ফলাফল হল আমরা নিচের আদালতের সিদ্ধান্ত এবং সিদ্ধান্তটি উল্টে দিতে আগ্রহী। আমরা মনে করি যে উত্তরদাতারা জমি ধরে রেখে ভাড়াটে হিসেবে দাবি করতে পারবেন না। অথবা তারা ভাড়াটে হিসেবে কোনও অধিকার দাবি করতে পারবেন না। ফলাফল হল যে তাদের দখল থাকলেও, এটি কোনও অধিকারের সাথে সংযুক্ত নয়..."

২০. এখন এই প্রেক্ষাপটে, ২০০৮ সালের নির্বাহী আবেদন ৭-এ তাদের দ্বারা প্রবর্তিত ২০০৯ সালের নির্বাহী আবেদন ৩৮-এ আপিলকারীদের দ্বারা চাওয়া ত্রাণের বিজ্ঞাপন দেওয়া প্রয়োজন। তারা যে ত্রাণ চেয়েছিল তা নিম্নলিখিত শর্তে ছিলঃ

"ক) নিচে বর্ণিত সময়সূচীতে এবং নির্বাহ মামলার সময়সূচীতে অন্তর্ভুক্ত ২৭৪.২০ একর সম্পত্তির উপর ইজারা হিসাবে দখলের জন্য আবেদনকারীদের দাবি প্রতিষ্ঠা ও ঘোষণা করা।

খ) ১ থেকে ৬ নম্বর উত্তরদাতাদের ঘোষণা করা যে, আবেদনকারীদের তাদের দখলে থাকা সম্পত্তি থেকে বেদখল করার এবং প্রকৃত সম্পত্তি গ্রহণের অধিকারী নন;"

২১. স্পষ্টতই, আবেদনকারীরা যা চেয়েছিলেন তা ছিল একটি ঘোষণা যে তাদের দখল জমির ২৭৪.২০ একর জমির উপর ইজারা গ্রহীতা হিসাবে তাদের চরিত্রে সুরক্ষার অধিকারী ছিল। ১৯৫৮ সালের আইনের ধারা ৪(১)-এর বিধানের ভিত্তিতে নির্বাহ আবেদনে কোনো দাবি উত্থাপন করা হয়নি।

যখন কার্যধারা হাইকোর্টের সামনে ছিল, তখন আপিলকারীরা অনুরোধ করেছিলেন যে "এটি মনে রাখা যেতে পারে" যে তারা ১৯৫৮ সালের আইনের অধীনে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী হবে। এছাড়াও, তারা সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ৫১ ধারাও আহ্বান করেছিল। উচ্চ আদালত যেমন নথিভুক্ত করেছে, উত্তরদাতারা এই ভিত্তিতে আপত্তি জানিয়েছিল যে, "এই জাতীয় মামলা দাবির মধ্যে নেই এবং তারা এই জাতীয় দাবি উত্থাপন করতে পারে না", ১৯৫৮ সালের আইনের অধীনে তাদের দাবি ছিল বলে আবেদনকারীদের জমা দেওয়ার বিষয়ে উল্লেখ করে হাইকোর্ট পর্যবেক্ষণ করেছে যেঃ

"৬২। আমরা মনে করি যে, এই বিষয়ে আলোচনায় যাওয়ার প্রয়োজন নেই, কারণ এটি দাবি আবেদনের আদেশ থেকে উদ্ভূত কোনও প্রশ্ন নয়। প্রকৃতপক্ষে, উত্তরদাতা/দাবিদাররা উক্ত বিষয় উত্থাপন করতে পারবেন কি না, সে সমস্ত বিষয় নিয়ে আমরা কোনও সিদ্ধান্ত দেব না..."

২২. হাইকোর্টের উপরের পর্যবেক্ষণগুলি ইঙ্গিত দেয় যে, কেন এটি প্রশ্নটিতে যায়নি তার কারণ ছিল দাবি আবেদনের আদেশ থেকে এটি উদ্ভূত হয়নি। প্রকৃতপক্ষে, হাইকোর্ট আরও পর্যবেক্ষণ করেছে যে আপিলকারীরা বিষয়টি উত্থাপন করার অধিকারী কিনা সে বিষয়ে রায় ঘোষণা করবে না। হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে বিশেষ অনুমতির আবেদন খারিজ করার সময়, এই আদালত ২০১৪ সালের ২৫শে জুলাই তার আদেশে বলেছিল যে, "আবেদনকারীদের দ্বারা করা উন্নতির জন্য ক্ষতিপূরণের প্রশ্নের ক্ষেত্রে, আবেদনকারীরা আইন অনুসারে তাদের অভিযোগগুলির নিষ্পত্তির জন্য যথাযথ প্রতিকার অন্বেষণ করতে স্বাধীন।" এই আদালতের আদেশে থাকা এই পর্যবেক্ষণগুলির অর্থ এই নয় যে, আবেদনকারীরা যদি এই ধরনের দাবি উত্থাপন করে তবে গঠনমূলক বিচারের আবেদন করার অধিকার থেকে উত্তরদাতারা বঞ্চিত হবে, এই আদালত যেমন পর্যবেক্ষণ করেছে, আবেদনকারীরা "আইন অনুসারে তাদের অভিযোগগুলির নিষ্পত্তির জন্য যথাযথ প্রতিকার" অন্বেষণ করতে স্বাধীন। এর অর্থ অবশ্যই এই যে আবেদনকারীদের দ্বারা প্রতিকারের আহ্বানের উপর উত্তরদাতাদের সমস্ত প্রতিরক্ষা উন্মুক্ত রাখা হয়েছিল। এই আদালত কর্তৃক প্রদত্ত স্বাধীনতা একতরফা ছিল না। এটি আপিলকারীদের উপায় অবলম্বন করার ক্ষমতা এবং প্রতিকার আহ্বানের জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিরক্ষা উত্থাপন করার জন্য উত্তরদাতাদের উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করে। অতএব, 'আমরা আবেদনকারীদের পক্ষে অনুরোধ করা জমা দেওয়ার কোনও যোগ্যতা খুঁজে পাই না যে কেরালা হাইকোর্টের পূর্ববর্তী রায় এবং এই আদালতের আদেশ উত্তরদাতাদের গঠনমূলক বিচার ব্যবস্থার বার উত্থাপন করতে বাধা দেয়।

২৩. এই ভিত্তি পরিষ্কার করার পর, আমরা এখন ১৯৫৮ সালের আইনের অন্তর্ভুক্ত বিধানগুলি বিশ্লেষণ করতে এগিয়ে চলেছি। আইনটি, যেমন এর দীর্ঘ শিরোনাম ইঙ্গিত করে, "কেরালা রাজ্যে ভাড়াটিয়াদের দ্বারা করা উন্নতির জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদানের বিধান করার জন্য" প্রণয়ন করা হয়েছে। ধারা ২ (খ) নিম্নলিখিত শর্তে "উন্নতি" অভিব্যক্তিটিকে সংজ্ঞায়িত করেঃ

"(খ) 'উন্নতি' বলতে এমন কোনো কাজ বা কাজের ফলকে বোঝায় যা ধারণের মূল্যের বৃদ্ধি ঘটায়, যা উক্ত ধারণের উপযুক্ত এবং যে উদ্দেশ্যে তা ভাড়া দেওয়া, বন্ধক রাখা বা দখল করা হয়েছে তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তবে এতে এমন পরিস্কারকরণ, বাঁধ, সমতলকরণ, ঘের, অস্থায়ী কূপ এবং জলপ্রণালী অন্তর্ভুক্ত নয়, যা চাষাবাদের স্বাভাবিক কার্যপ্রণালীর অংশ হিসেবে এবং কোনো বিশেষ ব্যয় ছাড়াই অথবা কৃষির সাধারণ কার্যকলাপ থেকে ভূমির জন্য কোনো অতিরিক্ত সুবিধা ছাড়াই ভাড়াটিয়া দ্বারা নির্মিত হয়েছে।"

ধারা ২ (ঘ) "ভাড়াটে" অভিব্যক্তিটিকে নিম্নরূপ সংজ্ঞায়িত করেঃ

"(ঘ) "ভাড়াটে" এর ব্যাকরণগত বৈচিত্র্য এবং সমার্থক অভিব্যক্তি সহ এর মধ্যে রয়েছে-

(i) একজন ব্যক্তি যিনি, ইজারা গ্রহীতা, উপ-ইজারা গ্রহীতা বা উপ- বন্ধকী অথবা সৎ বিশ্বাসে নিজেকে ইজারা গ্রহীতা মনে করে, উপ- ইজারা গ্রহীতা, জমির বন্ধক, তার অধিকারে রয়েছে

(ii) এমন একজন ব্যক্তি, যে প্রকৃত আন্তরিকতার সাথে উক্ত ভূমি চাষযোগ্য করার বা পতিত ভূমি ভাড়া নেওয়ার অধিকারী ব্যক্তিকে ভাড়া প্রদান করার উদ্দেশ্যে, কিন্তু তার অনুমতি ব্যতিরেকে, ওই ভূমিকে চাষের আওতায় আনে এবং চাষি হিসাবে তার দখলে রাখে;"

"(iii) এমন একজন ব্যক্তি, যে অন্য ব্যক্তির মালিকানাধীন ভূমির দখল গ্রহণ করে এবং প্রকৃত আন্তরিক বিশ্বাসে যে তিনি উক্ত উন্নয়ন করার অধিকারী, সেখানে উন্নয়নমূলক কাজ সম্পন্ন করেন।"

২৪. ধারা ২ (ঘ)-এ "ভাড়াটিয়া" অভিব্যক্তিটিকে বিস্তৃত অর্থে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, এমন একজন ব্যক্তি যিনি সৎ বিশ্বাসে নিজেকে জমির ইজারা গ্রহীতা, উপ-ইজারা গ্রহীতা বা বন্ধক হিসাবে বিশ্বাস করেন, তিনি দখলে রয়েছেন। একইভাবে, এতে এমন একজন ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন যিনি চাষাবাদ বা বর্জ্য জমি দেওয়ার অধিকারী ব্যক্তির অনুমতি ব্যতীত জমি চাষের আওতায় আনেন এবং চাষাবাদের অধিকারী ব্যক্তিকে ন্যায্য ভাড়া দেওয়ার যথার্থ অভিপ্রায়ের অধীনে দখলে থাকেন। সংজ্ঞাটিতে এমন একজন ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন যিনি অন্যের মালিকানাধীন জমি দখল করেন এবং সেই প্রকৃত বিশ্বাসে উন্নতি করেন যে তিনি এই উন্নতিগুলি করার অধিকারী। একইভাবে, ধারা ৩ নির্দিষ্ট কিছু কাজ বা কাজের পণ্যকে সংজ্ঞায়িত করে যা আইনের উদ্দেশ্যে উন্নতি হিসাবে ধরে নেওয়া হবে।

ধারা ৩-এ নিম্নলিখিত শর্তাবলী রয়েছেঃ

"৩, যা উন্নতি বলে মনে করা হয়ঃ-এর বিপরীত না দেখানো পর্যন্ত, নিম্নলিখিত কাজগুলি বা পণ্যগুলি এই আইনের উদ্দেশ্যগুলির জন্য উন্নতি বলে মনে করা হবেঃ-

(ক) আবাসন, এর সাথে সম্পর্কিত ভবন এবং খামার ভবন নির্মাণ;

(খ) কৃষি বা গার্হস্থ্য উদ্দেশ্যে জল সংরক্ষণ বা সরবরাহের জন্য ট্যাঙ্ক, কূপ, খাল, বাঁধ এবং অন্যান্য কাজ নির্মাণ;

(গ) সেচের জন্য জমি প্রস্তুত করা;

(ঘ) একটি ফসলকে দুই ফসলের জমিতে রূপান্তরিত করা;

(ঙ) কৃষিকাজের জন্য ব্যবহৃত জমি, অথবা চাষযোগ্য পতিত জমির নিষ্কাশন, বিপরীত বা অন্যান্য জলাশয় থেকে পুনরুদ্ধার অথবা বন্যা, ক্ষয় বা জলের দ্বারা অন্যান্য ক্ষতি থেকে সুরক্ষা;

(চ) কৃষিকাজের জন্য জমি পুনরুদ্ধার, খালাস, ঘের বা স্থায়ীভাবে উন্নতকরণ;

(ছ) পূর্বোক্ত যেকোনো কর্মের পুনর্নবীকরণ বা পুনর্গঠন অথবা তাতে পরিবর্তন বা সংযোজন; এবং

(জ) ফলের গাছ, কাঠের গাছ এবং অন্যান্য দরকারী গাছ এবং উদ্ভিদের রোপণ বা সুরক্ষা এবং রক্ষণাবেক্ষণ।

২৫. ধারা ৪ ও ৫-এর বর্তমান বিতর্কের সঙ্গে সম্পর্কিত একটি উপাদান রয়েছে এবং তাই নীচে উদ্ধৃত করা হয়েছেঃ

"৪, উন্নতির জন্য ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী ভাড়াটিয়া-(১) প্রত্যেক ভাড়াটিয়া উচ্ছেদের পরে, তার পূর্বসূরি বা উচ্ছেদের সময় দখলে না থাকা যে কোনও ব্যক্তির দ্বারা করা এফ-এর উন্নতির জন্য ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী হবেন, যিনি তাদের উভয়ের মধ্যে থেকে মালিকানা অর্জন করেছিলেন এবং যার জন্য 'ক্ষতিপূরণ ইতিমধ্যে প্রদান করা হয়নি, এবং প্রত্যেক ভাড়াটিয়া যাকে' ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে, তা বন্ধকের অর্থ বা প্রিমিয়ামের প্রদান বা দরপত্রের ভাড়াটিয়ার নির্ধারণ সত্ত্বেও, যদি থাকে, আদালতের ডিক্রি বা আদেশ কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত দখলে থাকার অধিকারী হবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এখানে যা কিছুই রয়েছে তা কেরালা ভূমি সংরক্ষণ আইন, ১৯৫৭-এর বিধানগুলিকে প্রভাবিত করে বলে মনে করা হবে না।

আরও শর্ত থাকে যে, এই ধারাটি সরকারের অধীনে জমি ধারণকারী ভাড়াটিয়াদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না,

(২) এইভাবে দখলে থাকা একজন ভাড়াটিয়া, এই ধরনের অব্যাহত থাকার সময়, তার ইজারা বা বন্ধকের শর্তাবলী, যদি থাকে, তা সাপেক্ষে ভাড়াটিয়া হিসাবে থাকবেন।

৫. উচ্ছেদের ডিক্রি ক্ষতিপূরণ প্রদানের শর্তাধীন।- (১) যদি কোনো ভাড়াটিয়ার বিরুদ্ধে উচ্ছেদের মামলা দায়ের করা হয়, যেখানে বাদী সফল হন এবং প্রতিবাদী ৪ ধারার অধীনে উন্নতির জন্য ক্ষতিপূরণ দাবি করেন, তা হলে আদালত ৭ থেকে ১৬ ধারায় প্রদত্ত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ করবে এবং বকেয়া পাওয়া পরিমাণ ঘোষণা করে একটি ডিক্রি জারি করবে এবং আদেশ দেবে যে বাদী কর্তৃক আদালতে বকেয়া পাওয়া পরিমাণ এবং মামলা অনুযায়ী বন্ধক রাখা অর্থ বা প্রিমিয়াম প্রদানের পরে, প্রতিবাদী বাদীকে তার উন্নতির সাথে জমির দখলে রাখবে।

(২) যদি এই মোকদ্দমায় আদালত বাদী কর্তৃক ভাড়া বা অন্য কোনওভাবে ভাড়াটিয়ার ক্ষেত্রে বকেয়া কোনও অর্থ খুঁজে পায়, তবে আদালত উপ-ধারা (১) এর অধীনে প্রাপ্য অর্থের বিপরীতে সেই অর্থ নির্ধারণ করবে এবং উচ্ছেদের ক্ষেত্রে তাকে প্রদেয় অর্থ হিসাবে ঘোষণা করে একটি ডিক্রি পাস করবে, যে কোনও ক্ষেত্রে, যদি এই ধরনের সেট-অফের পরে আসামীর বকেয়া থাকেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, আদালত পূর্বোক্ত হিসাবে ভাড়ার জন্য বকেয়া কোনও পরিমাণ অর্থ নির্ধারণ করবে না, যদি সেই পরিমাণ আইনত আদায়যোগ্য না হয়।

(৩) ডিক্রি এবং উন্নতির পুনর্মূল্যায়নে যে তারিখ পর্যন্ত উন্নতির জন্য ক্ষতিপূরণের রায় দেওয়া হয়েছে, সেই তারিখ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে করা উন্নতির জন্য ক্ষতিপূরণের পরিমাণ, যার জন্য ক্ষতিপূরণের রায় দেওয়া হয়েছে, যখন এবং যতদূর পর্যন্ত উচ্ছেদের সময় এই ধরনের উন্নতির শর্তের সাথে সম্পর্কিত পুনর্মূল্যায়নের প্রয়োজন হতে পারে, সেইসাথে ভাড়া দেওয়ার জন্য উল্লিখিত তারিখের পরে বা অন্যথায় ভাড়াটিয়ার ক্ষেত্রে বাদীর প্রাপ্য অর্থের পরিমাণ, ডিক্রি কার্যকর করার আদালতের আদেশ দ্বারা নির্ধারিত হবে এবং ডিক্রিটি সেই আদেশ অনুসারে পরিবর্তিত হবে,

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীনে উদ্ভূত প্রতিটি বিষয় ১৯০৮ সালের দেওয়ানি কার্যবিধির ৪৭ ধারার উপ-ধারা (১) এর অর্থের মধ্যে একটি ডিক্রি কার্যকর করা সম্পর্কিত প্রশ্ন বলে মনে করা হবে।

২৬। ধারা ৪-এর উপধারা (১) নির্ধারণ করে যে, প্রতিটি ভাড়াটিয়া উচ্ছেদের ক্ষেত্রে তার দ্বারা, তার পূর্বসূরি দ্বারা বা এমন কোনো ব্যক্তি দ্বারা করা উন্নয়নের জন্য ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী হবে, যে ব্যক্তি উচ্ছেদের সময় দখলে না থাকলেও তাদের যে কোনো একজনের কাছ থেকে মালিকানা লাভ করেছে। উপধারা (১)-এর অধীনে, ভাড়াটিয়া ভাড়ার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও আদালতের ডিক্রি বা আদেশ কার্যকর করে উচ্ছেদ না হওয়া পর্যন্ত দখলে থাকার অধিকারী হবে। ধারা ৫-এর উপধারা (১) নির্দেশ করে যে, ভাড়াটিয়ার বিরুদ্ধে দায়ের করা উচ্ছেদ মামলায় যদি মামলাকারী সফল হন এবং উত্তরদাতা ক্ষতিপূরণের দাবি প্রতিষ্ঠা করেন, তাহলে আদালত সংশ্লিষ্ট ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ করবে (ধারা ৭ থেকে ১৬ অনুসারে)। এরপর আদালত একটি ডিক্রি প্রদান করবে, যেখানে উক্ত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ঘোষণা করা হবে এবং মামলাকারী কর্তৃক আদালতে উক্ত পরিমাণ অর্থ জমা দেওয়ার পর উত্তরদাতা মামলাকারীকে উক্ত ভূমি ও তদ্‌বিষয়ক উন্নয়নসমূহের দখল প্রদান করবে। ধারা ৫-এর উপধারা (১)-এর বিধানগুলি স্পষ্ট করে যে, চূড়ান্ত ডিক্রি প্রদানের পূর্বে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারিত হবে এবং মামলাকারী আদালতে উক্ত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ জমা দেওয়ার শর্তে ভূমির দখল গ্রহণের অধিকারী হবে। ধারা ৫-এর উপধারা (২) অনুসারে, মামলাকারী উত্তরদাতার বকেয়া ভাড়ার অর্থ ক্ষতিপূরণের পরিমাণের বিপরীতে সমন্বয়ের দাবি করতে পারেন। ধারা ৫-এর উপধারা (৩) সেই পরিস্থিতির জন্য ব্যবস্থা করে, যেখানে ডিক্রির মাধ্যমে নির্ধারিত ক্ষতিপূরণের সময়সীমার পরও উন্নয়নমূলক কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এই ধরনের উন্নয়নের ক্ষেত্রে, ডিক্রি কার্যকরকারী আদালত সংশ্লিষ্ট পরিমাণ নির্ধারণ করবে এবং সেই অনুযায়ী ডিক্রিতে সংশোধন আনবে।

২৭. ১৯৫৮ সালের আইনে অন্তর্ভুক্ত বিধানগুলি এই আদালতের দুই বিচারপতির বেঞ্চের সামনে 'শাম্মা ভাট বনাম টি রামকৃষ্ণ ভাট[৭] মামলায় বিবেচনার জন্য আসে। বিচারপতি ভি খালিদ এই আদালতের পক্ষে বক্তব্য রেখেছিলেনঃ

"৮.ধারা ৫ তখনই কার্যকর হয় যখন একজন উত্তরদাতা যার বিরুদ্ধে উচ্ছেদের মামলা দায়ের করা হয় আইনের অধীনে ক্ষতিপূরণের দাবি প্রতিষ্ঠা করে।

(১৯৮৭) ২ এস সি সি ৪১৬

১৯৬৯ সালে হাইকোর্টের রায় স্পষ্টভাবে বলেছে যে, প্রদত্ত উন্নতির মূল্য আইনের ৪ ধারার অধীনে ছিল না বরং বাদীর দ্বারা সম্মত একটি পরিমাণ ছিল। আপিলকারীরা সফল হতে পারেন না এবং আমাদের সন্তুষ্ট করতেও পারেন না যে তারা আইনের ৪ ধারার অধীনে কখনও ক্ষতিপূরণের দাবি করেছিলেন এবং এই দাবিতে সফল হয়েছেন। অতএব, উন্নতি পুনর্মূল্যায়ন করার জন্য তাদের আরও দাবি গ্রহণ করা যাবে না।"[৮]

২৮. বর্তমান ক্ষেত্রে, আপিলকারীরা এখন যা দাবি করতে চান তা হল ৪ (১) ধারার বিধান অনুসারে, জমির উন্নতির জন্য ক্ষতিপূরণের জন্য তাদের দাবির বিচার না হওয়া পর্যন্ত তারা দখলে থাকার অধিকারী। যেমনটি আমরা আরও স্পষ্টভাবে খুঁজে পাই, ২০০৯ সালের নির্বাহী আবেদন ৩৮-এ আপিলকারীরা যে দাবি করেছিলেন তা বিশেষভাবে ঘোষণা করার জন্য ছিল যে তারা ইজারা গ্রহীতা হিসাবে দখলে থাকার অধিকারী এবং উত্তরদাতারা তাদের দখলে থাকা সম্পত্তি থেকে তাদের বিতাড়িত করার অধিকারী ছিলেন না। যদিও তারা ইজারা গ্রহীতা হিসাবে তাদের চরিত্রের দাবিটি দাবি করতে চেয়েছিল, তবে যে বিষয়টি বিবেচনা করা প্রয়োজন তা হল ১৯৫৮ সালের আইনের ৪ (১) ধারার অধীনে ক্ষতিপূরণের দাবি পূর্ববর্তী কার্যধারায় জোর দেওয়া যেতে পারে কিনা এবং তখন তা জোর দেওয়া উচিত ছিল কিনা।

২৯। ব্যাখ্যা ৪-এর সঙ্গে দেওয়ানী কার্যবিধি-র ১১ ধারার মূল অংশটি এইভাবে প্রদান করেঃ

" ১১. বিচারব্যবস্থা-কোনও আদালত এমন কোনও মামলা বা ইস্যুর বিচার করবে না যেখানে ইস্যু করা বিষয়টি একই পক্ষের মধ্যে পূর্ববর্তী মোকদ্দমায় সরাসরি এবং যথেষ্ট পরিমাণে ইস্যু হয়েছে, বা যে পক্ষের অধীনে তারা বা তাদের মধ্যে কেউ দাবি করে, একই শিরোনামে মামলা করছে, এমন কোনও আদালতে পরবর্তী মামলা বা মামলাটি বিচার করার জন্য উপযুক্ত আদালতে, যেখানে এই জাতীয় বিষয়টি পরবর্তীকালে উত্থাপিত হয়েছে এবং সেই আদালত দ্বারা শুনানি হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

ব্যাখ্যা ৪-যে কোনও বিষয় যা হতে পারে এবং হওয়া উচিত ছিল এই ধরনের পূর্ববর্তী মামলায় প্রতিরক্ষা বা আক্রমণের ভিত্তি হবে এই ধরনের মামলায় সরাসরি এবং যথেষ্ট পরিমাণে ইস্যু হওয়া একটি বিষয় বলে মনে করা হয়।

ধারা ১১-এর অধীনে, যে বিষয়টি একই পক্ষের মধ্যে বা একই শিরোনামে মামলা করা পক্ষগুলির মধ্যে একটি পূর্ববর্তী মামলায় সরাসরি এবং 'আপাতভাবে ইস্যুতে রয়েছে, তা পরবর্তীকালে কোনও আদালতে উত্থাপিত করা যাবে না, যেখানে বিষয়টি শুনানি হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত কোনও উপযুক্ত আদালত দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ব্যাখ্যা ৪ একটি অনুমানমূলক কল্পকাহিনী প্রণয়ন করে। ফলস্বরূপ

৮ ৪২২ পৃষ্ঠায় আইডি

কথাসাহিত্যের একটি বিষয়, যা কোনও পূর্ববর্তী মামলায় প্রতিরক্ষা বা আক্রমণের ভিত্তি হতে পারে এবং হওয়া উচিত ছিল, তা এই ধরনের মামলায় সরাসরি এবং যথেষ্ট পরিমাণে ইস্যু বলে মনে করা হবে। অন্য কথায়, ব্যাখ্যা ৪ যখন দুটি শর্ত পূরণ হয় তখন আকৃষ্ট হয়ঃ বিষয়টি এমন প্রকৃতির হওয়া উচিত যা পূর্ববর্তী মামলায় প্রতিরক্ষা বা আক্রমণের ভিত্তি হতে পারে এবং হওয়া উচিত ছিল। বিচারপতি এস রঙ্গরাজন (তখন বিজ্ঞ বিচারক হিসাবে) **দিল্লি ক্লথ অ্যান্ড জেনারেল মিলস কোং লিমিটেড বনাম দিল্লি পৌর কর্পোরেশনে**ৎদিল্লিহাইকোর্টের একক বিচারক হিসাবে বসেছিলেন। 'এই বৈশিষ্ট্যটি লক্ষ্য করেছিলেন'

"৩৫...ব্যবহৃত শব্দগুলি-হতে পারে এবং হওয়া উচিত-ক্রমবর্ধমান; এগুলি বিকল্পে নেই। এটি একটি সুপ্রতিষ্ঠিত নিয়ম যে কোনও আবেদন যা নেওয়া হলে পূর্ববর্তী মামলার শিরোনামের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বা ধ্বংসাত্মক হত তা এমন কোনও বিষয় নয় যা সেখানে উত্থাপিত হওয়া উচিত ছিল কারণ যদিও এটি বিকল্পেও উত্থাপিত হতে পারে। এই দিকটি কামেশ্বর পারশাদ বনাম রাজকুমারী রুট্টন কোয়ের (১. এল. আর. ২০ কলকাতা ৭৯ পৃ. ৮৫)-এ প্রিভি কাউন্সিলের জুডিশিয়াল কমিটি দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছিল।শুধুমাত্র আক্রমণ বা প্রতিরক্ষার ভিত্তি হিসাবে এটিকে উত্থাপন করার সম্ভাবনা, অন্তত বিকল্প হিসাবে, যথেষ্ট নয়; পরীক্ষাটি এমন একটি যা আরও বাধ্যতামূলক, অর্থাৎ, উক্ত আবেদনটিকে আক্রমণ বা প্রতিরক্ষার ভিত্তি হিসাবে নেওয়া উচিত ছিল। এই বৈশিষ্ট্যগুলি অবশ্যই প্রতিটি মামলার নির্দিষ্ট তথ্যের উপর নির্ভর করবে।" [১০]

"হতে পারে এবং উচিত" শব্দগুলি সংমিশ্রণাত্মক অর্থে ব্যবহৃত হয়। 'তারা বোঝায় যে কোনও বিষয় অবশ্যই এমন প্রকৃতির হতে হবে যা প্রতিরক্ষা বা আক্রমণের ভিত্তি হিসাবে উত্থাপিত হতে পারে এবং পূর্ববর্তী মোকদ্দমায় উত্থাপিত হওয়া উচিত ছিল।

৩০. ১৮৯২ সালের কামেশ্বর পারশাদ বনাম রাজকুমারী রুত্তুন কোয়ের [১১] মামলায় প্রিভি কাউন্সিল কর্তৃক "শক্তি এবং কর্তব্য" প্রয়োজনটি ব্যাখ্যা করা হয়েছিল। প্রিভি কাউন্সিলের পক্ষে বক্তব্য রাখছেন লর্ড মরিস, এইভাবে:

"এটা স্পষ্ট যে "হতে পারে", আক্রমণের ক্ষেত্র তৈরি করা হয়েছে। তাদের প্রভুদের কাছে মনে হয় যে এটি "উচিত" ছিল, প্রতিটি মামলার নির্দিষ্ট তথ্যের উপর নির্ভর করে। যেখানে বিষয়গুলি এতটাই ভিন্ন যে তাদের মিলন বিভ্রান্তির কারণ হতে পারে, সেখানে "উচিত" শব্দটির গঠন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে; এই ক্ষেত্রে বিষয়গুলি একই ছিল।"

৯ আইএলআর (১৯৭৫) ॥ দিল্লি ১৭৪

১০ পৃষ্ঠা ১৯৪-এ আইডি

১১ ১৮৯২ এসসিসি অনলাইন পিসি ১৬

এটি ছিল পুন বাহাদুরের উপর দায় চাপিয়ে দেওয়ার একটি বিকল্প উপায়, এবং তাদের প্রভুদের কাছে এটি প্রতীয়মান হয় যে বিষয়টি পূর্ববর্তী মামলায় আক্রমণের ভিত্তি করা উচিত ছিল, এবং তাই এটি পূর্ববর্তী মামলায় "সরাসরি এবং যথেষ্ট পরিমাণে ইস্যু হওয়া একটি বিষয় বলে মনে করা উচিত", এবং এটি বিচারযোগ্য।"[১২]

'এই বিষয়ে ধ্রুপদী উক্তিটি হেন্ডারসন বনাম হেন্ডারসন[১৩] -এর উইগ্রাম, ভি সি-এর রায়ে সূত্র খুঁজে পায় " ..... আমি বিশ্বাস করি, আমি আদালতের নিয়মটি সঠিকভাবে উল্লেখ করি, যখন আমি বলি যে, যেখানে কোনও প্রদত্ত বিষয় উপযুক্ত এখতিয়ারের আদালতে মামলা মোকদ্দমা এবং বিচারের বিষয় হয়ে ওঠে, আদালত সেই মামলার পক্ষগুলিকে তাদের পুরো মামলাটি সামনে আনার জন্য অনুরোধ করে এবং (বিশেষ পরিস্থিতি ব্যতীত) একই পক্ষগুলিকে এমন কোনও বিষয়ে মামলা মোকদ্দমার একই বিষয় খোলার অনুমতি দেবে না যা প্রতিযোগিতায় বিষয়টির অংশ হিসাবে সামনে আনা হতে পারে, তবে যা কেবল অবহেলা, অসাবধানতা বা এমনকি দুর্ঘটনা থেকে তাদের মামলার অংশ বাদ দেওয়ার কারণে সামনে আনা হয়নি। বিচারব্যবস্থার আবেদন প্রযোজ্য, বিশেষ মামলাগুলি ব্যতীত, কেবল সেই বিষয়গুলির ক্ষেত্রেই নয় যেগুলির উপর আদালত প্রকৃতপক্ষে পক্ষগুলির দ্বারা একটি মতামত গঠন এবং একটি রায় ঘোষণা করতে চেয়েছিল, তবে প্রতিটি বিষয়ের ক্ষেত্রে যা যথাযথভাবে মামলা মোকদ্দমার বিষয়ের অন্তর্গত ছিল এবং পক্ষগুলি যুক্তিসঙ্গত অধ্যবসায় অনুশীলন করে সেই সময়ে সামনে এনে থাকতে পারে...

"গ্রিনহ্যাল বনাম ম্যালার্ড [১৪]-এ, লর্ড জাস্টিস সোমারভেল, আপিল কোর্টের পক্ষে কথা বলতে গিয়ে, রায় দিয়েছিলেন

" .....মনে করুন যে, যে কর্তৃপক্ষকে আমি উল্লেখ করব, তাদের সম্পর্কে সঠিকভাবে বলা হবে যে, এই উদ্দেশ্যের জন্য বিচারব্যবস্থা শুধুমাত্র সেই বিষয়গুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় যা আদালতকে আসলে সিদ্ধান্ত নিতে বলা হয়েছে, বরং এটি এমন বিষয় বা তথ্যকে অন্তর্ভুক্ত করে যা এত স্পষ্টভাবে মামলা মোকদ্দমার বিষয়ের অংশ এবং এত স্পষ্টভাবে উত্থাপিত হতে পারত যে, তাদের বিষয়ে একটি নতুন কার্যধারা শুরু করার অনুমতি দেওয়া আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার হবে।" জনসন বনাম গোর উড অ্যান্ড কো (একটি সংস্থা)-তে, "লর্ড বিংহাম যখন

জনসন বনাম গোর উড এবং কোং (একটি ফার্ম)[১৫] মামলায়, লর্ড বিংহাম হেন্ডারসনের মামলার রায়ের প্রতি ইঙ্গিত করে উল্লেখ করেছেন যে,

১২ আইডি পৃষ্ঠা ২৩৮

১৩ ৬৭ ই.আর. ৩১৩

১৪ (১৯৪৭) ২ সমস্ত ই.আর. ২৫৫

১৫ [২০০১] ২ ডব্লিউ.এল.আর. ৭২

বিচারব্যবস্থা (যেমন কার্যবিধির স্থগিতাদেশ এবং ইস্যু স্থগিতাদেশের কারণ) এর অন্তর্নিহিত জনস্বার্থের একটি সাধারণ উপাদান রয়েছে:

"অন্তর্নিহিত জনস্বার্থ একইঃ যে মামলা মোকদ্দমায় চূড়ান্ততা থাকা উচিত এবং কোনও পক্ষকে একই বিষয়ে দু 'বার বিরক্ত করা উচিত নয়। এই জনস্বার্থ বর্তমান দ্বারা আরও জোরদার হয়, পক্ষগুলির এবং সামগ্রিকভাবে জনসাধারণের স্বার্থে মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে দক্ষতা এবং অর্থনীতির উপর জোর দেওয়া হয়। কোনও দাবি আনা বা পরবর্তী কার্যধারায় প্রতিরক্ষা উত্থাপন করা, আরও বেশি কিছু ছাড়া, অপব্যবহারের সমান হতে পারে যদি আদালত সন্তুষ্ট হয় (অপব্যবহারের অভিযোগকারী পক্ষের উপর দায়িত্ব থাকা) যে দাবি বা প্রতিরক্ষাটি যদি উত্থাপিত হয় তবে পূর্ববর্তী কার্যধারায় উত্থাপিত হওয়া উচিত ছিল। আমি স্বীকার করব না যে, অপব্যবহার 'সি' হওয়ার আগে, পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তের উপর জামানত আক্রমণ বা কিছু অসততার মতো কোনও অতিরিক্ত উপাদান চিহ্নিত করা প্রয়োজন, কিন্তু যেখানে সেই উপাদানগুলি উপস্থিত থাকে সেখানে পরবর্তী কার্যধারা আরও স্পষ্টভাবে অবমাননাকর হবে এবং খুব কমই অপব্যবহারের সন্ধান পাওয়া যাবে যদি না পরবর্তী কার্যধারায় আদালত কোনও পক্ষকে অন্যায্য ও হয়রানি হিসাবে বিবেচনা করে। তবে, এটি মনে করা ভুল যে যেহেতু কোনও বিষয় প্রাথমিক কার্যধারায় উত্থাপিত হতে পারে তাই এটি হওয়া উচিত ছিল, যাতে পরবর্তী কার্যধারায় এটি উত্থাপন করা অগত্যা অবমাননাকর হয়। এটি হল 'আমার মতে একটি বিস্তৃত, যোগ্যতা-ভিত্তিক রায় কী হওয়া উচিত যা জড়িত সরকারী ও ব্যক্তিগত স্বার্থের কথা বিবেচনা করে এবং এছাড়াও এফ মামলার সমস্ত তথ্য বিবেচনা করে, গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের দিকে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে যে, সমস্ত পরিস্থিতিতে, কোনও পক্ষ তার সামনে উত্থাপিত হতে পারে এমন বিষয়টি উত্থাপন করার চেষ্টা করে আদালতের প্রক্রিয়াটির অপব্যবহার বা অপব্যবহার করছে কিনা। যেহেতু কেউ সমস্ত সম্ভাব্য অপব্যবহারের বিস্তৃত তালিকা তৈরি করতে পারে না, তাই একটি; প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে অপব্যবহার পাওয়া যাবে কিনা তা নির্ধারণ করার জন্য কোনও কঠোর এবং দ্রুত নিয়ম প্রণয়ন করতে পারে না। সুতরাং যদিও আমি স্বীকার করব যে তহবিলের অভাব সাধারণত পূর্ববর্তী কার্যধারায় এমন একটি বিষয় উত্থাপন করতে ব্যর্থতার অজুহাত দেবে না যা তখন উত্থাপিত হতে পারত এবং উত্থাপিত হওয়া উচিত ছিল, আমি এটিকে অগত্যা অপ্রাসঙ্গিক হিসাবে বিবেচনা করব না, বিশেষত যদি এটি প্রদর্শিত হয় যে তহবিলের অভাব সি দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে যার বিরুদ্ধে এটি দাবি করতে চাওয়া হয়েছে। যদিও ফলাফল প্রায়শই একই হতে পারে, আমার মতে আচরণটি অপব্যবহার কিনা তা জিজ্ঞাসা করার চেয়ে কোনও পক্ষের আচরণ কি অপব্যবহার কিনা তা জিজ্ঞাসা করা ভাল এবং তারপরে, যদি তা হয় তবে বিশেষ পরিস্থিতিতে অপব্যবহার ক্ষমা করা হয় বা ন্যায়সঙ্গত হয় কিনা তা জিজ্ঞাসা করা ভাল। যথাযথভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে, এবং এর উৎপত্তির বৈধতা যাই হোক না কেন,

আমার মতে ন্যায়বিচারের স্বার্থ রক্ষায় এই নিয়মের একটি মূল্যবান ভূমিকা রয়েছে।

লর্ড মিলেট এই মত পোষণ করেনঃ

".....কোনও পক্ষকে একটি প্রশ্ন পুনরায় পাঠানোর অনুমতি দেওয়া প্রত্যাখ্যান করার একটি বিষয় যা ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে; 'প্রথমবারের মতো এমন একটি প্রশ্নের মামলা করার সুযোগ থেকে তাকে বঞ্চিত করা সম্পূর্ণ ভিন্ন, যার উপর আগে কোনও রায় দেওয়া হয়নি। এই পরেরটি (যদিও প্রথমটি নয়) প্রাথমিকভাবে সাধারণ আইন দ্বারা প্রদত্ত আদালতে নাগরিকের প্রবেশের অধিকারকে অস্বীকার করে এবং মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা সুরক্ষার জন্য কনভেনশনের (রোম, ৪ঠা নভেম্বর ১৯৫০) অনুচ্ছেদ ৬ দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে।অতএব, যদিও এর সমস্ত শাখায় বিচারব্যবস্থার মতবাদকে যথাযথভাবে মৌলিক আইনের একটি নিয়ম হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে, যা ব্যতিক্রমী পরিস্থিতি ব্যতীত সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তবে বর্তমানে বিবেচনাধীন মতবাদটি আদালতের প্রক্রিয়াটিকে অপব্যবহার থেকে এবং ডি আসামীকে নিপীড়ন থেকে রক্ষা করার প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে একটি পদ্ধতিগত নিয়মের চেয়ে বেশি কিছু হতে পারে না... "

৩১. হাউস অফ লর্ডসের উপরের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে শ্রী গিরি অনুরোধ করেছিলেন যে, "শক্তি এবং উচিত" অভিব্যক্তিটি বোঝাতে আদালতের পক্ষে বিচারব্যবস্থা এবং গঠনমূলক বিচারব্যবস্থার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য মনে রাখা প্রয়োজন। তিনি অনুরোধ করেছিলেন যে যেখানে প্রথমটি এমন একটি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে যা একই পক্ষের মধ্যে পূর্ববর্তী মামলায় সরাসরি এবং যথেষ্ট পরিমাণে ইস্যু ছিল এবং যার উপর রায় দেওয়া হয়েছে, পরেরটি একটি অনুমানমূলক কল্পকাহিনী নিয়ে আসে যার মতে যে বিষয়টি পূর্ববর্তী মামলায় উত্থাপিত হতে পারে এবং হওয়া উচিত ছিল তা সরাসরি এবং যথেষ্ট পরিমাণে ইস্যু বলে মনে করা হবে। অতএব তিনি অনুরোধ করেন যে একটি মাত্রার সতর্কতা অবশ্যই প্রয়োগ করা উচিত গঠনমূলক বিচারব্যবস্থার নীতির প্রয়োগ

৩২. আমরা এই প্রশ্নটি একটি প্রাথমিক বিবেচনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে আগ্রহী নই, এই সহজ কারণে যে দেওয়ানী কার্যবিধি-র অধীনে, বিচারব্যবস্থা (ধারা ১১-এর মূল অংশে) এবং গঠনমূলক বিচারব্যবস্থা (ব্যাখ্যা ৪-এ) উভয়ই দেওয়ানি কার্যবিধি পরিচালনার জন্য একটি আইনগত বিধান হিসেবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আইনের মৌলিক নীতি হল যে মামলা-মোকদ্দমার অবশ্যই নিষ্ক্রিয়তা থাকতে হবে। মামলা-মোকদ্দমার বহুগুণ সুবিধা দেয়, দুর্ভাগ্যবশত ডিক্রি ধারকের জন্য, যারা ডিক্রিটির ফল তাদের কাছে পৌঁছাতে বিলম্ব করতে চায় যাদের কাছে ডিক্রিটি বোঝানো হয়েছে। গঠনমূলক

বিচারব্যবস্থা, বিচারব্যবস্থার অন্তর্নিহিত নীতিগুলির মতো একই পদ্ধতিতে, এটি নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে যে মামলা মোকদ্দমায় আক্রমণ বা প্রতিরক্ষার ভিত্তি অবশ্যই একই কার্যধারার একটিতে নেওয়া উচিত, যে পক্ষ এটি করা এড়িয়ে চলে সে নিজের ঝুঁকিতে এটি করে। পূর্ববর্তী কার্যধারায় কোনও বিষয় উত্থাপিত হতে পারে কিনা সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়, আদালতকে অবশ্যই নিজেকে জিজ্ঞাসা করতে হবে যে এটি অনুরোধ করা যেতে পারে কিনা। পূর্ববর্তী কার্যধারায় বিষয়টি উত্থাপিত হওয়া উচিত ছিল কিনা তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে, আদালত পূর্ববর্তী কার্যধারার পরিধি এবং বিতর্কের প্রকৃতির সাথে যে যোগসূত্রটি বহন করে তা যথাযথভাবে বিবেচনা করবে। পূর্ববর্তী কার্যধারায় কোনও বিষয়কে আক্রমণ বা প্রতিরক্ষার ভিত্তি হিসাবে নেওয়া উচিত ছিল বলে রায় দিয়ে আদালত ইঙ্গিত দিচ্ছে যে বিষয়টি এমন প্রকৃতির এবং চরিত্রের এবং পূর্ববর্তী মামলার বিতর্কের সাথে এমন সংযোগ বহন করে যে সেই কার্যধারায় এটি উত্থাপন করতে ব্যর্থ হলে ভবিষ্যতে পক্ষটি এটিকে আন্দোলন করা থেকে বিরত থাকবে।

৩৩. উত্তর প্রদেশ বনাম নবাব হুসেন[১৬] "মামলায়, এই আদালতের তিন বিচারপতির বেঞ্চ উল্লেখ করেছে যে, বিচারব্যবস্থা এবং গঠনমূলক বিচারব্যবস্থার দুটি নীতি মামলা মোকদ্দমার চূড়ান্ততা নিশ্চিত করার সাধারণ উদ্দেশ্য অর্জন করতে চায়। বিচারপতি পি এন সিংহল মন্তব্য করেছেনঃ

"৩. এস্টোপেল পার রিম জুডিক্যাটামের নীতি হল প্রমাণের একটি নিয়ম। যেমন মার্গিনসন বনাম ব্ল্যাকবার্ন বরো কাউন্সিল [(১৯৩৯) ২ কেবি ৪২৬ পৃষ্ঠা ৪৩৭]-এ বলা হয়েছে, এটিকে "প্রমাণের বৃহত্তর নিয়ম যা কার্যকারণের কারণের পুনঃপ্রতিষ্ঠা নিষিদ্ধ করে" বলা যেতে পারে। এই মতবাদ দুটি তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে তৈরি: (i) জনসাধারণের নীতির বিষয় হিসাবে সম্প্রদায়ের সাধারণ স্বার্থে বিরোধের চূড়ান্ত অবসানের জন্য বিচারিক সিদ্ধান্তের চূড়ান্ততা এবং চূড়ান্ততা, এবং (ii) ব্যক্তির স্বার্থ যে তাকে মামলা-মোকদ্দমার সংখ্যাবৃদ্ধি থেকে রক্ষা করা উচিত। অতএব, এটি কেবল জনসাধারণের জন্যই নয় বরং একটি ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যও পূরণ করে, যে বিষয়গুলির উপর একবার রায় দেওয়া হয়েছে সেগুলি পুনরায় খোলার ক্ষেত্রে বাধা দেয়। তাই একই মামলার কারণে একই দেওয়ানি ত্রাণের জন্য দ্বিতীয় রায় গ্রহণ করা অনুমোদিত নয়, কারণ অন্যথায় বিতর্কের মনোভাব সমান কর্তৃত্বের বিরোধপূর্ণ রায়ের জন্ম দিতে পারে, কর্মের সংখ্যাবৃদ্ধির দিকে পরিচালিত করতে পারে এবং ন্যায়বিচার প্রশাসনকে অসম্মানিত করতে পারে। এটি হলো কর্মের কারণ যা একটি কর্মের জন্ম দেয়, এবং সেই কারণেই আদালতের জন্য এটি স্বীকার করা প্রয়োজন যে, যে কর্মের ফলে রায় হয়, তার পরিচয় এবং প্রাণবন্ততা হারাতে হবে এবং ঘোষণার সময় রায়ের সাথে মিশে যেতে হবে।

১৬ (১৯৭৭) ২ এস সি সি ৮০৬

য় যখন ঘোষণা করা হয়। তাই এটি রায় থেকে বাঁচতে পারে না, বা একই তথ্যের উপর পদক্ষেপের অন্য কারণের জন্ম দিতে পারে না। এটিই বিচারব্যবস্থার সাধারণ নীতি হিসাবে পরিচিত।

৪. তবে এটি হতে পারে যে একই তথ্যের সেটটি দুই বা ততোধিক পদক্ষেপের কারণের জন্ম দিতে পারে। যদি এই জাতীয় ক্ষেত্রে কোনও ব্যক্তিকে একবারে পদক্ষেপের একটি কারণ বেছে নেওয়ার এবং পরবর্তী মামলা মোকদ্দমার জন্য অন্যটিকে সংরক্ষণ করার অনুমতি দেওয়া হয়, তবে এটি মামলা মোকদ্দমার বোঝা বাড়িয়ে তুলবে। আদালত তাই এই ধরনের পদক্ষেপকে তার প্রক্রিয়ার অপব্যবহার হিসাবে বিবেচনা করেছে এবং সোমারভেল, এল-জে, গ্রিনহ্যাল v-এ নিম্নরূপ উত্তর দিয়েছে। ম্যালার্ড [(১৯৪৭) অল ই. আর ২৫৫ পৃ . ২৫৭] "আমি মনে করি যে কর্তৃপক্ষকে আমি যে বিষয়ে নির্দেশ দেব, তাদের সম্পর্কে সঠিকভাবে বলা হবে যে, এই উদ্দেশ্যের জন্য পরবর্তী বিচার কেবল সেই বিষয়গুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় যা আদালতকে আসলে সিদ্ধান্ত নিতে বলা হয়েছে, বরং এটি এমন বিষয় বা তথ্যকে অন্তর্ভুক্ত করে যা এত স্পষ্টভাবে মামলা মোকদ্দমার বিষয়ের অংশ এবং এত স্পষ্টভাবে উত্থাপিত হতে পারে যে তাদের বিষয়ে একটি নতুন কার্যধারা শুরু করার অনুমতি দেওয়া আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার হবে।"

সুতরাং এটি একই নীতির আরেকটি এবং সমানভাবে প্রয়োজনীয় এবং কার্যকর দিক, কারণ এটি একটি বিতর্কিত মামলাকারীকে বশীভূত করার সাধারণ নীতি যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করে পরবর্তী বিচার ব্যবস্থার বাধা বাড়াতে সহায়তা করে। এই কারণেই এই অন্য নিয়মটিকে কখনও কখনও গঠনমূলক বিচারব্যবস্থা হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে যা বাস্তবে সাধারণ নীতির একটি দিক বা পরিবর্ধন।[১৭]

এই আদালতের একটি সাংবিধানিক বেঞ্চ ডাইরেক্ট রিক্রুট ক্লাস ॥ ইঞ্জিনিয়ারিং অফিসার্স অ্যাসিস্ট্যান্ট বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য[১৮] মামলায় ফরওয়ার্ড কনস্ট্রাকশন কোম্পানি বনাম প্রভাত মণ্ডল (রেজিস্ট্রার্ড), আন্ধেরি[১৯] মামলায় এই আদালতের তিন বিচারপতির বেঞ্চের সিদ্ধান্তের উল্লেখ করেছে এবং নিম্নলিখিত আইনি অবস্থান উল্লেখ করেছে:"আইনের অবস্থানঃ

"২০...একটি রায় কেবল নির্ধারিত প্রকৃত বিষয়ের ক্ষেত্রেই নয়, বরং পক্ষগুলির মামলা করার এবং মামলার বিষয়বস্তুর সাথে আনুষঙ্গিক বা মূলত সম্পর্কিত হিসাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার এবং

১৭ আইডি পৃষ্ঠা ৮০৯-৮১০

১৮ (১৯৯০) ২ এসসিসি ৭১৫

১৯ (১৯৮৬) ১ এসসিসি ১০০

দাবি এবং প্রতিরক্ষা উভয় ক্ষেত্রেই মূল মামলার বৈধ আওতার মধ্যে আসা প্রতিটি বিষয়ের ক্ষেত্রেও চূড়ান্ত এবং চূড়ান্ত...”[২০]

(জোর দেওয়া হয়েছে)

৩৪, গঠনমূলক প্রতিরোধ বিচারিকতার বারটি আকৃষ্ট হয় কিনা তা নির্ধারণের জন্য, মৃত্যুদণ্ডের কার্যধারায় আপিলকারীদের দ্বারা দায়ের করা পূর্ববর্তী আবেদনে বিজ্ঞাপন দেওয়া প্রয়োজন। আপিলকারীরা আবেদনটিকে দেওয়ানী কার্যবিধি-র আদেশ XX১ বিধি ৯৯-এর অধীনে একটি হিসাবে চিহ্নিত করেছেন তবে আমাদের দৃষ্টিতে, আবেদনের প্রকৃত প্রকৃতি নির্ধারণকারী নয়। আদেশ XX১ বিধি ৯৭ নিম্নরূপ সরবরাহ করেঃ

“৯৭. স্থাবর সম্পত্তি দখলে বাধা বা বাধা।—(১) যেখানে স্থাবর সম্পত্তি দখলের জন্য ডিক্রির ধারক অথবা ডিক্রি কার্যকর করার সময় বিক্রিত এই ধরনের কোনও সম্পত্তির ক্রেতাকে সম্পত্তি দখলে বাধা বা বাধা দেওয়া হয়, সেখানে তিনি আদালতে এই ধরনের বাধা বা বাধার অভিযোগ করে আবেদন করতে পারেন। [(২) যেখানে উপ-বিধি (১) এর অধীনে কোনও আবেদন করা হয়, সেখানে আদালত এখানে বর্ণিত বিধান অনুসারে আবেদনের উপর রায় প্রদানের জন্য এগিয়ে যাবেন।]”

আদেশ XX১ বিধি ৯৯ এইভাবে প্রদান করেঃ

“[৯৯. ডিক্রিধারক বা ক্রেতা কর্তৃক দখলমুক্তি।—(১) যেখানে রায়ের দেনাদার ব্যতীত অন্য কোনও ব্যক্তিকে ডিক্রির ধারক কর্তৃক স্থাবর সম্পত্তি দখলমুক্ত করা হয় অথবা যেখানে ডিক্রি কার্যকর করার মাধ্যমে সম্পত্তি বিক্রি করা হয়, সেখানে ক্রেতা কর্তৃক, তিনি আদালতে এই ধরনের দখলমুক্তির অভিযোগ করে আবেদন করতে পারেন। (২) যেখানে এই ধরনের কোনও আবেদন করা হয়, আদালত এখানে বর্ণিত বিধান অনুসারে আবেদনের উপর রায় প্রদানের জন্য এগিয়ে যাবে।]”

৩৫."**ব্রহ্মদেও চৌধুরী বনাম ঋষিকেশ প্রসাদ জয়সওয়াল**"[২১] মামলায় এই আদালত বলেছিল যে, উচ্চ আদালত যে দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে যে, সম্পত্তিতে স্বাধীন অধিকার, মালিকানা বা সুদ দাবি করে এমন কোনও ডিক্রির জন্য কোনও অপরিচিত ব্যক্তির কাছে উপলব্ধ একমাত্র প্রতিকার হ 'ল আদেশ XXI বিধি ৯৯-এর অধীনে প্রতিকার অনুসরণ করা। আদালত বলেছিল যে, কোনও ডিক্রির জন্য অপরিচিত ব্যক্তির তার অভিযোগ উত্থাপন করার এবং ডিক্রি সম্পত্তির স্বাধীন অধিকার, মালিকানা এবং সুদের জন্য বিচারের দাবি করার অধিকার রয়েছে, এমনকি -এর পরেও।

২০ পৃষ্ঠা ১১২-এ আইডি

২১ (১৯৯৭) ৩ এসসিসি ৬৯৪

আদেশ XX১ বিধি ৯৯ অনুসারে উচ্ছেদ করা হচ্ছে। আদেশ XX১ বিধি ৯৭ সেই পর্যায়টির সাথে সম্পর্কিত যা প্রকৃত দখল সরবরাহের আগে এবং বাধা প্রদানকারীর অভিযোগের বিষয়ে ডিক্রিধারীর কাছে প্রকৃত দখল সরবরাহের আগে বিচার করা যেতে পারে। অন্য কথায়, উভয় সেট প্রতিকার ডিক্রিটির অপরিচিত ব্যক্তির জন্য উপলব্ধ। আদালতের পক্ষে কথা বলতে গিয়ে বিচারপতি এস বি মজমুদার বলেনঃ

"৯... হাইকোর্ট এই বিষয়ে আদেশ ২১, বিধি ৯৭-এর পরিকল্পনাকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করেছে এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যে ডিক্রিটির জন্য এই ধরনের অপরিচিত ব্যক্তির একমাত্র প্রতিকার আদেশ ২১, বিধি ৯৯-এর অধীনে রয়েছে এবং মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার কার্যধারায় ডিক্রি-ধারককে প্রকৃত দখল সরবরাহের আগে তার দাবির বিচার পাওয়ার কোনও অধিকার তার নেই। এই প্রসঙ্গে হাইকোর্টের গৃহীত দৃষ্টিভঙ্গির ফলে প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতিগুলির পেটেন্ট লঙ্ঘন হয়, যিনি অবরোহী সম্পত্তিতে কোনও স্বাধীন অধিকার, মালিকানা এবং স্বার্থের অভিযোগ করেন এবং যিনি স্বীকৃতভাবে ডিক্রিটির পক্ষ নন, যদিও কার্যকর করার পরোয়ানা কার্যকর হওয়ার আগে ঠিক সময়ে অভিযোগ করা হলেও, গেট বন্ধ করে দেওয়া হবে এবং তার অভিযোগ যোগ্যতার ভিত্তিতে বিবেচনা বা শুনানি করা হবে না এবং ডিক্রি-ধারক দ্বারা পুলিশ বাহিনী ব্যবহার করে তাকে লক, স্টক এবং ব্যারেল থেকে ফেলে দেওয়া হবে। এর ফলে স্পষ্টতই এই ধরনের বাধাবাদীদের অপূরণীয় ক্ষতি হবে, যাঁদের অভিযোগ যোগ্যতার ভিত্তিতে বিবেচনা না করে অতিরঞ্জিত হয়ে যাবে এবং এই ধরনের বাধাবাদীকে সম্পূর্ণ অশ্রুতভাবে দোষী সাব্যস্ত করা হবে। অতএব, কার্যকর আদালতের এই ধরনের আদেশ প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের মৌলিক নীতিগুলি মেনে না চলার ভিত্তিতেও ব্যর্থ হবে। অন্যদিকে, আদেশ ২১, বিধি ৯৭ দেওয়ানী কার্যবিধি দ্বারা পরিকল্পিত সংবিধিবদ্ধ প্রকল্পটি যেমন আগে আলোচনা করা হয়েছে, স্পষ্টভাবে এই ধরনের বিপত্তির বিরুদ্ধে সুরক্ষা দেয় এবং ডিক্রি-ধারক এবং বাধা সৃষ্টিকারী উভয়কেই এই বিষয়ে তাদের নিজ নিজ বক্তব্য রাখার জন্য এবং কার্যকর আদালতের সামনে যথাযথ রায় পাওয়ার জন্য একটি বিধিবদ্ধ প্রতিকার প্রদান করে এবং এটি হল যে আপিলের শ্রেণিবিন্যাস সাপেক্ষে যে রায়টি এই ধরনের কার্যধারার পক্ষগুলির মধ্যে বাধ্যতামূলক থাকবে এবং পৃথক মামলাটি এই দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ করা হবে যে বহু কার্যধারা এবং সমান্তরাল কার্যধারা এড়ানো হবে এবং আদেশ ২১, বিধি ৯৭ থেকে ১০৩ দ্বারা নির্ধারিত পরিসীমা একটি সম্পূর্ণ কোড এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির জন্য একমাত্র প্রতিকার হবে যাতে তাদের অভিযোগগুলি একবার এবং শেষ পর্যন্ত কার্যকর করার কার্যধারায় সমাধান করা যায়।" [২২]

২২ ৭০২ পৃষ্ঠায় আইডি

৩৬. আদেশ XX১ বিধি ১০১[২৩]-এর অধীনে, বিধি ৯৭ বা বিধি ৯৯-এর অধীনে কোনও আবেদনের কার্যধারার পক্ষগুলি বা তাদের প্রতিনিধিদের মধ্যে উদ্ভূত সম্পত্তির অধিকার, মালিকানা এবং সুদ সম্পর্কিত প্রশ্ন সহ সমস্ত প্রশ্ন আদালত দ্বারা নির্ধারিত হবে এবং পৃথক মামলা দ্বারা নয়। শ্রীনাথ বনাম রাজেশ[২৪] টিএম-এ, বিচারপতি এ পি মিশ্র, এই আদালতের দুই বিচারপতির বেঞ্চের পক্ষে কথা বলতে গিয়ে, বিধি ৯৭-এ "যে কোনও ব্যক্তি" অভিব্যক্তিটি ব্যাখ্যা করার সময়, এইভাবে রায় দিয়েছেন

"১০...আমরা দেখতে পাই যে উপ-ধারা (১) এর অধীনে "যেকোনো ব্যক্তি" শব্দটি ইচ্ছাকৃতভাবে ক্ষমতার পরিধি বিস্তৃত করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে যাতে নির্বাহী আদালত আদেশ ২১ বিধি ৯৭ এর অধীনে এই ধরনের যেকোনো আবেদনে করা দাবির বিচার করতে পারে। সুতরাং "যেকোনো ব্যক্তি" শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে এতে সম্পত্তির অধিকার দাবি করার বিরোধিতাকারী, সম্পত্তিতে অধিকার দাবিকারী, এমনকি যারা ডিক্রি দ্বারা আবদ্ধ নয়, ভাড়াটে বা অপরিচিত ব্যক্তি সহ নিজের অধিকার দাবিকারী অন্যান্য ব্যক্তিরাও অন্তর্ভুক্ত।[২৫]

৩৭. হর বিলাস বনাম মহেন্দ্র নাথ[২৬]-এ এই নীতিগুলি পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে যে আদেশ XX১ বিধি ৯৯-এর বিধানগুলি সম্পত্তি দখলের দাবি করা তৃতীয় ব্যক্তির অধিকারকে পরাজিত করবে না, যা তার নিজের অধিকারে ডিক্রি-র বিষয় বস্তু গঠন করে, নিয়ম ৯৭-এর অধীনে তার আপত্তির সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য, উচ্ছেদ হওয়ার আগে একটি পর্যায়ে,

২৩ আদেশ XXI বিধি ১০১ এইভাবে নির্ধারণ করে ঃ

প্রশ্ন প্রদান করে-বিধি ৯৭ বা বিধি ৯৯-এর অধীনে কোনও আবেদনের উপর কোনও কার্যধারার পক্ষগুলির মধ্যে উদ্ভূত সমস্ত প্রশ্ন (সম্পত্তির অধিকার, মালিকানা বা মালিকানা সম্পর্কিত প্রশ্ন সহ) বা তাদের প্রতিনিধিরা, এবং আবেদনের বিচারের সাথে প্রাসঙ্গিক, আবেদনের সাথে সম্পর্কিত আদালত দ্বারা নির্ধারিত হবে, এবং একটি পৃথক মামলা দ্বারা নয় এবং এই উদ্দেশ্যে, আদালত, বলবৎ থাকা সময়ের জন্য অন্য কোনও আইনে বিপরীত যা কিছু থাকা সত্ত্বেও, এই জাতীয় প্রশ্নের সিদ্ধান্ত নেওয়ার এখতিয়ার রয়েছে বলে মনে করা হবে

আদেশ XX১ বিধি ১০৩ এইভাবে নির্ধারণ করে ঃ

আদেশগুলিকে ডিক্রি হিসাবে বিবেচনা করার বিধান দেয়-যেখানে কোনও আবেদনের উপর নিয়ম ৯৮ বা ১০০ এর অধীনে রায় দেওয়া হয়েছে, সেখানে তার উপর দেওয়া আদেশের একই শক্তি থাকবে এবং আপিলের মতো একই শর্ত সাপেক্ষে হবে বা অন্যথায় যেন এটি একটি ডিক্রি।

২৪ (১৯৯৮) ৪ এসসিসি ৫৪৩

২৫ আইডি পৃষ্ঠা ৫৪৯

২৬ (২০১১) ১৫ এসসিসি ৩৭৭

৩৮, নুসেরওয়ানজি ই পুনেগার বনাম শ্রীমতী শিরিনবাই এফ বেসানিয়া[২৭] মামলায় আইনের একটি সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যায়, "বোম্বে হাইকোর্টের একক বিচারক হিসাবে বিচারপতি আর এ জাহাগিরদার আদেশ এক্সএক্সএল-এর নিয়ম ১০১-এর ব্যাখ্যা করেছেন

"১০. উপরে উদ্ধৃত নিয়ম থেকে সহজেই দেখা যায় যে, নিয়মের ভাষা 'অবৈধ' এবং উক্ত নিয়মের অধীনে নির্বাহক আদালতকে প্রদত্ত ক্ষমতা পূর্ণাঙ্গ। নিয়ম ১০১ এর অধীনে নির্বাহক আদালতকে প্রদত্ত ক্ষমতা 'কোনও বিধিনিষেধের' দ্বারা যোগ্য বা হেজ করা হয় না। অন্যদিকে, এটি দেখায় যে নির্বাহক আদালতকে উক্ত নিয়মে উল্লিখিত সমস্ত প্রশ্নের বিচার করতে হবে যেন তাদের উত্থাপিত প্রতিটি প্রশ্নের সমাধান করার এখতিয়ার রয়েছে। একটি আইনি কল্পকাহিনী অনুসারে, একটি নির্বাহক আদালত যার 'অন্যথায় কোন এখতিয়ার নাও থাকতে পারে' তাকে পূর্বোক্ত নিয়মের অধীনে সমস্ত প্রশ্নের বিচার করার এখতিয়ার দেওয়া হয়।"[২৮]

৩৯. আইনে স্থিরীকৃত অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে, যেমনটি উপরের সিদ্ধান্তগুলি থেকে উদ্ভূত হয়েছে, এটি স্পষ্ট যে আপিলকারীরা ডিক্রিটির অপরিচিত হলেও, ডিক্রি থেকে স্বাধীনভাবে সম্পত্তির দখলে থাকার দাবি পাওয়ার অধিকারী ছিলেন, যা মৃত্যুদণ্ডের কার্যধারা চলাকালীন রায় দেওয়া হয়েছিল। আপিলকারীরা আসলে এই ধরনের দাবি স্থাপন করেছিলেন। তারা ইজারা গ্রহীতার চরিত্রে দখলে থাকার জন্য তাদের অধিকারের ঘোষণা চেয়েছিলেন। আদেশ ২১ বিধি ৯৭-এর অধীনে, তারা তাদের দখলদারিত্বের আগেই একটি স্বাধীন দাবি স্থাপন করার অধিকারী ছিলেন। আদেশ XXI বিধি ১০১-এর অধীনে, সমস্ত প্রশ্নের বিচার আবেদন নিয়ে কাজ করা আদালত দ্বারা করতে হবে এবং পৃথক মামলা দ্বারা নয়। বিধি ১০১-এ উল্লিখিত প্রশ্নগুলির নির্ধারণের পরে, আদেশ XXI বিধি ৯৮ আদালতকে প্রয়োজনীয় আদেশ জারি করার ক্ষমতা দেয়। রায় দেওয়ার পরিণতি হল বিধি ১০৩-এর অধীনে একটি ডিক্রি।

৪০. ১৯৫৮ সালের আইনের ৪(১) ধারার অধীনে আপিলকারীরা যে ক্ষতিপূরণের দাবি করেছেন তা মূলত পূর্ববর্তী কার্যধারায় দখলে থাকার দাবির সাথে সম্পর্কিত। প্রকৃতপক্ষে, আমরা যেমন দেখেছি, আপিলকারীরা ডিক্রি কার্যকর করার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে চান এই ভিত্তিতে যে তাদের ক্ষতিপূরণের দাবি বিচারের মাধ্যমে নির্ধারিত না হওয়া এবং পরিশোধ না করা পর্যন্ত দখলে থাকার অধিকার তাদের রয়েছে। এই ধরনের দাবি সিপিসির ধারা ১১ এর ব্যাখ্যা ।V এর আওতাভুক্ত। এই ধরনের দাবি অবশ্যই পূর্ববর্তী কার্যধারায় করা যেতে পারে। অধিকন্তু,

৭ এআইআর ১৯৮৪ বোম ৩৫৭

২৮ পৃষ্ঠা ৩৫৯-এ আইডি

দাবিটি পূর্ববর্তী কার্যধারায় করা উচিত ছিল। আদেশ XX১ বিধিস ৯৭ থেকে ১০৩-এর বিধানগুলি একটি সম্পূর্ণ কোড গঠন করে এবং একটি মামলার পক্ষ এবং একটি ডিক্রি সম্পর্কে অপরিচিত উভয়কেই একমাত্র প্রতিকার প্রদান করে। অধিকার, শিরোনাম এবং সুদ সম্পর্কিত সমস্ত প্রশ্ন যা আপিলকারীরা দাবি করেছিলেন যে পূর্ববর্তী নির্বাহ মামলাতে অনুরোধ করা হয়েছিল এবং তাতে রায় দেওয়া হয়েছিল। অন্য কোনও দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়ার ফলে কেবল 'বহুবিধ কার্যধারার দিকে পরিচালিত হবে এবং ডিক্রি ধারকের দ্বারা প্রাপ্ত ডিক্রিটির ফলকে অন্তহীনভাবে বিলম্বিত করবে।

৪১. একাদশ আদেশের ৯৭ থেকে ১০৩ নং বিধির ধারাবাহিক ধারা অনুসরণ করে আমরা যে দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছি তা ১৯৫৮ সালের আইনের বিধানগুলির দ্বারা সমর্থিত। ৪ (১) ধারার অধীনে একটি দাবি আদালতকে সম্বোধন করতে হবে যা উচ্ছেদের জন্য একটি ডিক্রি পাস করে। বর্তমান ক্ষেত্রে, আপিলকারীরা ডিক্রিটির অপরিচিত। তাদের সেই দাবিটি কার্যকর করার আবেদনের সময় বিচার করতে হবে যা আদেশ ২১ নং বিধি ৯৭-এর বিধানগুলির সাথে উল্লেখযোগ্য ছিল। সেই পর্যায়ে দাবিটি দাবি করতে ব্যর্থ হওয়ার পরে, ধারা ১১-এর ব্যাখ্যা ৪-এ অন্তর্ভুক্ত অনুমান কল্পকাহিনী স্পষ্টভাবে আকৃষ্ট হয়। একটি বিষয় যা আপিলকারীরা পূর্ববর্তী দফা কার্যধারায় দাবি করতে পারে এবং করা উচিত ছিল তা সরাসরি এবং যথেষ্ট পরিমাণে ইস্যু বলে মনে করা হয়। 'উচ্চ আদালত, বিষয়টির এই দৃষ্টিতে, এই সিদ্ধান্তে আসার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে ন্যায়সঙ্গত ছিল যে আবেদনকারীদের দাবি উত্থাপন করতে ব্যর্থতার ফলে ১৯৫৮ সালের আইনের ৪ ও ৫ ধারার বিধান এবং দেওয়ানী কার্যবিধি-র আদেশ XXI বিধিস ৯৭ থেকে ১০১-এর বিধানগুলি উভয়ই বিবেচনা করে গঠনমূলক বিচারব্যবস্থার নীতি প্রয়োগ করা হবে।

৪২. উপরের কারণগুলির জন্য, আমরা আপিলে কোনও যোগ্যতা খুঁজে পাই না। আবেদনটি খারিজ হয়ে যাবে। মুলতুবি থাকা আবেদনগুলি, যদি থাকে, নিষ্পত্তি করা হবে। খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ থাকবে না

অঙ্কিত জ্ঞান আপিল খারিজ,

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যভারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাত্ ভাসায় বোঝার জন্য এবং তা অন্যকোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না । সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে , রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামানিক হবে এবং কার্যকারী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে ।

Arfa Banerjee